

এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

অধ্যায়-৩: রাজনৈতিক ব্যক্তি : বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

প্রশ্ন ১ শামসুল হুদা একজন সৎ ও সাহসী ব্যক্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় সোচার। অত্যাচারী জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষায় তিনি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

/সরকার বোর্ড ২০১৮/ প্রশ্ন নং ১: উত্তর করাই স্বল্প এভ কলেজ চাকা। প্রশ্ন নং ৫/

ক. কত সালে 'বেঙ্গল প্যাট' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. 'বেঙ্গল প্যাট' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোনো মহান নেতার সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আন্দোলনের কারণে ত্রিপুরা বিরোধী আন্দোলন গতি লাভ করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেঙ্গল প্যাট' স্বাক্ষরিত হয় ১৯২৩ সালে।

খ. বেঙ্গল প্যাট হলো বাংলার হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান সাম্প্রদায়িক বিভেদ সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত চুক্তি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অনুভব করেছিলেন যে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দাবি অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে বাঁওয়া সম্ভব নয়। এ দিক বিবেচনা করে চিত্তরঞ্জন দাশ মুসলমানদের সমর্থন ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বাংলার মুসলিম নেতারাও তাঁর সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। এদের মধ্যে উদ্ঘোষণা হলেন এ.কে. ফজলুল হক, মৌলবি আবদুল করিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাদের উদ্যোগে ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাট' স্বাক্ষরিত হয়।

গ. উদ্দীপকের শামসুল হুদার সাথে আমার পঠিত মহান নেতা শহিদ তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

ত্রিপুরা বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনেনিক শহিদ তিতুমীরের আসল নাম সৈয়দ মীর নিসার আলী। তিনি দেশের মানুষকে ইংরেজ, জমিদার এবং নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা চালান। তিনি কৃষকদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন এবং তাদেরকে সংঘবন্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তিনি কৃষকদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। এ লক্ষ্যে তিনি কলকাতার নিকটবর্তী নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে একটি বাঁশের কেল্লা বা দুর্গ নির্মাণ করেন।

উদ্দীপকের শামসুল হুদার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, তিনি একজন সৎ ও সাহসী ব্যক্তি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি স্বর্ব সময় সোচার। অত্যাচারী জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষায় তিনি একটি বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ লক্ষ্য ও কার্যক্রমের সাথে আমার পঠিত শহিদ তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অর্থাৎ তিতুমীরের আন্দোলনের কারণে ত্রিপুরা বিরোধী আন্দোলন গতি লাভ করেছিল।

তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন ও বারাসাত বিদ্রোহ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিদ্রোহ। এর মাধ্যমে তিনি প্রয়াপ করেন যে, রক্তদান ব্যক্তিত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। তাঁর পরিচালিত এ বিদ্রোহ ছিল জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তিনি নারিকেলবাড়িয়ার আশপাশের জমিদারদের পরাজিত করে চক্রিশ পরগনা, নদীয়া এবং ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে একটি স্বাধীন

রাজ্য গঠন করেন এবং কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের আক্রমণ মোকাবিলার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। ১৮৩১ সালে ইংরেজ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে তিতুমীরও শহিদ হন।

ইংরেজদের গোলাবাবুদ এবং নীলকর ও জমিদারদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিল সাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখ্য হতে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

উপরের আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে তিতুমীরের আন্দোলনের কারণেই পরবর্তী সময়ের ত্রিপুরা বিরোধী আন্দোলনগুলো গতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন ২ জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অঞ্চল বয়সে বাবা-মাকে হারান। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ত্রিপুরা বিরোধী আন্দোলন, দরিদ্র কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তাঁর জীবনযাপন ছিল অতিসাধারণ। তাঁকে মজলুম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

জ. বোর্ড ১৭। প্রশ্ন নং ৭।

ক. কোন কর্মসূচিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন নেতার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতার ভূমিকা আলোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ১৯৬৬ সালে বজাৰবন্ধুর উত্থাপিত ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মুক্তা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তাঁরা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পোচ্চি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারূপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ. জনাব 'ক' এর সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মিল আছে।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অবহেলিত মানুষের জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর পথ চলা। এই অসাধারণ নেতার প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে জনাব 'ক' এর মধ্য দিয়ে।

জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অঞ্চল বয়সে বাবা-মাকে হারান। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এই মানুষটি ত্রিপুরা বিরোধী আন্দোলন এবং দরিদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্দোলন করেছেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি দরিদ্র পরিবারে

জন্ম নিঝে বাল্যকালে পিতা এবং কৈশোরে মাতাকে হারান। এরপর চাচার আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে পরবর্তীতে ভবঘুরের মতো জীবনযাপন করেন। এ সময় ভাসানী অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। দুবেলা খাবার জোগাড়ের জন্য তিনি দিনমজুর ও কুলির কাজ করেছেন। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন বন্ধপরিকর। এ সংগ্রামে তিনি বার বার অত্যাচারিত, নির্যাতনের বিবুদ্ধে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে মজলুম জননেতা বলে অভিহিত করা হয়। মণ্ডলানা ভাসানী উপনির্বেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ত্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ত্রিটিশ শাসনের বিবুদ্ধে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদি সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যায়, মজলুম জননেতা মণ্ডলানা ভাসানীরই প্রতিফলন ঘটেছে জনাব 'ক' এর মধ্যে।

৪ কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতা অর্থাৎ মণ্ডলানা ভাসানী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

মণ্ডলানা ভাসানী বাস্তব জীবনে দেখেছেন তৎকালীন জমিদার প্রথা ও বাঙালির ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াল চিত্র। তিনি নিজেও এসব নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ কারণেই তার কষ্ট জনগণের অধিকার আদায় এবং দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সোচ্চার হয়ে গতে।

মণ্ডলানা ভাসানী রাজশাহীর ধূপঘাটের জমিদার, টাঙ্গাইলের সন্তোষের জমিদার, গৌরীপুরের মহারাজা এবং পাবনার সুন্দরো মহাজনদের বিবুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। তিনি নিরঞ্জ, অবহেলিত, অশিক্ষিত, অসহায় কৃষকদের অধিকার সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে কৃষক সম্মেলন করেন। ১৯৩৭ সালে আসামে 'লাইন প্রথা' নামে একটি নিপীড়নমূলক প্রথা চালু হয়। ভাসানী এই প্রথার বিবুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই প্রথা বাতিল হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালির বিবুদ্ধে 'বাঙাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ সময় ভাসানী বাঙালিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সেই আন্দোলনের বিবুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী ত্রিটিশ শাসনের বিবুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ত্রুটী হন। স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালায়। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভাসানী ছিলেন আপসহীন ও নিরবেদিতপ্রাণ।

পরিশেষে বলা যায়, মণ্ডলানা ভাসানী ছিলেন কৃষক, শ্রমিক তথা সমগ্র জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিবুদ্ধে প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষ। কৃষকদের স্বার্থে ও জনঅধিকার রক্ষায় তার আপসহীন ভূমিকা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন ► ৩ সিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যেন ধর্মের প্রকৃত বন্ধবা জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে।

/৮ লে ১৭/ গ্রন্থ নং ১/

- | | | |
|----|--|---|
| ক. | ধর্মীয় নিসার আলী কে ছিলেন? | ১ |
| খ. | ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝা? | ২ |
| গ. | উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজুল ইসলামের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোন ব্যক্তিত্বের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১ তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী, যিনি ব্রিটিশদের বিবুদ্ধে প্রথম অন্তর্ধারণ করে শহিদ হন।

২ সূজনশীল ২নৎ প্রশ্নের 'ৰ' নৎ প্রশ্নেও দেখো।

৩ উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজুল ইসলামের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলামের আন্দোলনে আমরা অনুরূপ বিষয়টিই দেখতে পাই।

হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মুক্তায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাত-পাত প্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুরতে পেরেছিলেন ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিবুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়। উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজসংস্কারক। তিনি মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বন্ধব জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং কুসংস্কারমুক্ত করতে যে আন্দোলনের ডাক দেন তা ইতিহাসের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলামের সাথে আমার পাঠ্যত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

৪ উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বন্ধব্যাটি যথার্থ।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে বৃপ্ত লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ত্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকেই মুসলমানদের অধিনেতৃত ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আস্তসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধিঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বৰাত্র কৃষকদের ঐক্যবন্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দৃঢ়শাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙ্গুল যার জমি তার এবং এই জমিন আঞ্চাহর, সুতরাং খাজনা দেব আঞ্চাহকে।' ত্রিটিশ অধিবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবন্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিবুদ্ধে রুখে দাঢ়ায়।
পরিশেষে বলা যায় যে, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয় বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

প্রশ্ন ৪ ফয়সাল সাহেব দীর্ঘদিন মক্তায় অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তিনি এলাকার মানুষের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড দেখে ধর্মীয় সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমান সমাজের অবহেলিত, নির্বাতিত অবস্থা দেখে তিনি দৃঢ়ত্ব পান। তিনি এলাকাবাসীকে সংগঠিত করে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ক্ষেত্রে ১৭/গ্রন্থ নং ১/

- ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? ১
খ. তিতুমীর কেন বাশের কেলা স্থাপন করেন? ২
গ. উদ্দীপকে ফয়সাল সাহেবের সাথে ইতিহাসের কোন মহৎ ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের লক্ষ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলন তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল। তুমি কি বিষয়টির সাথে একমত? যুক্তি দাও।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক আওয়ারী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীই (১৮৮০-১৯৭৬) মজলুম জননেতা হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

খ স্থানীয় অত্যাচারী জমিদার ও ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকারের বাহিনীকে প্রতিহত করতে এবং নিজের অনুসারীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিতুমীর (সেয়দ মীর নিসার আলী; ১৭৮২-১৮৩১) বাশের কেলা নির্মাণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা তিতুমীর দরিদ্র কৃষকদের সাথে নিয়ে অত্যাচারী জমিদার এবং ব্রিটিশ নৌলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর আন্দোলন চরিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার কৃষক, তাঁর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। একসময় সরকারসহ ক্ষমতাবানদের সাথে তাঁর সংঘাত শুরু হয়। জমিদারদের বাহিনী এবং ব্রিটিশ সরকারের সেনাদল তিতুমীরের হাতে কয়েকবার পরাজিত হয়। তিতুমীর তাঁর বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশ দিয়ে একটি কেলা নির্মাণ করেন।

গ ফয়সাল সাহেবের সাথে বাংলার ইতিহাসের অন্যতম মহৎ ব্যক্তি হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০) মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ শৈশব থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অনুরোধ করেন। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্তায় পি঱েছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর সেখানে অবস্থান করে ইসলামি শিক্ষা আয়ত্ত করেন। উদ্দীপকের ফয়সাল সাহেবের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

ফয়সাল সাহেব দীর্ঘদিন মক্তায় অবস্থান করেন। এরপর দেশে ফিরে ধর্মীয় সংস্কার এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহও মক্তা থেকে দেশে ফিরে মুসলমান সমাজে নানা কুসংস্কার দেখতে পান। পীরপূজা, কবর পূজা, মনসা-শীতলা পূজাসহ নানা ধরনের অনৈসলামিক কাজ মুসলমান সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল। এ অবস্থায় তিনি মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ পালনের আহ্বান জানান। কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কাজকর্ম ত্যাগ করে ফরজ পালনের তাগিদ দেওয়া হতো বলে হাজী শরীয়তউল্লাহর এ প্রচারণা ফরায়েজি অন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্যগুলোর মধ্যে ছিল— ১. মুসলিম সমাজকে ইসলামি মূলনীতি তথা ফরজ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা; ২. মুসলমানদের কুসংস্কারমুক্ত প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা দান; ৩. তাঁর মধ্যে প্রতিকার ও কর্তব্য পালনে সচেতন করে তোলা; ৪. মুসলমানদের ধর্মভীরু ও সৈতিক বলে বলীয়ান করা ও ৫. ইংরেজ বাহিনী ও জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।

ঘ উদ্দীপকে ইংরিজকৃত আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল— এ বিষয়টির সাথে আমি একমত।

ব্রিটিশ শাসনামলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়রা বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বাস্তুত ছিল। তবে শিক্ষায় অনগ্রসরতাসহ বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের অবস্থা ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি পক্ষাদিপদ। ফরায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদ্বা ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উন্মুক্ত হয়।

ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে অনুপ্রবেশ করা কবরপূজা, পীরপূজা, মনসা-শীতলা পূজা ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও বিভিন্ন কুসংস্কার ত্যাগ করার তাগিদ দেয়। এছাড়া ইসলামের ফরজ কাজগুলো পালনের ওপর গুরুত্বারূপ করে। হাজী শরীয়তউল্লাহ ঔপনিবেশিক সরকার ও অত্যাচারী জমিদারের নির্যাতন মোকাবেলা, সামাজিক, অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের বিষয়ে মুসলমানদের সচেতন করে তোলেন। তাঁর আন্দোলন জমিদার, জোতদার, মহাজন, নীলকর ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলে। তখন বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের কারিগর, কৃষক, তাঁতি ও জেলে সম্প্রদায় জমিদার ও ব্রিটিশদের অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করত বেশি। ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে এরা নিজেদের অধিকার আদায় ও ভাগ্য উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। এভাবে ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েজি আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম এবং দেশ ও সমাজ বিষয়ে বিদ্যমান অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে এবং তাঁর মধ্যে সংগ্রামী হতে সাহায্য করে। তাই এ কথা বলা অত্যুক্ত হবে না যে, ফরায়েজি আন্দোলন তৎকালীন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা করেছিল।

প্রশ্ন ৫ কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ট্রো যাকে দেখে বলেছিলেন “আমি আপনাকে দেখেছি আমার আর হিমালয় পর্বত দেখার দরকার নেই।” যার ডাকে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। যিনি আমৃত্যু দেশের মানুষকে ভালোবাসেছিলেন।

ক্ষেত্রে ১৭/গ্রন্থ নং ১/ ক্ষেত্রে ১৭/গ্রন্থ নং ১/ গ্রন্থ নং ১/

- ক. ফরায়েজি আন্দোলন কাকে বলে? ১
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন নেতার প্রতি ইংরিজ করা হয়েছে? ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতার ভূমিকাকে তুমি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী শরীয়তউল্লাহ সমাজে প্রচলিত পীরপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার ত্যাগ করে ফরজ পালনভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তা-ই ফরায়েজি আন্দোলন হিসেবে পরিচিত।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন গণতন্ত্রমন। রাজনীতিতে গণতন্ত্রিক ধারা চালু করার মানসে তিনি পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দলের জন্মান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সূত্রিকাগার। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শুল্ক পোষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীন নেতা ছিলেন বলেই তাঁকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়।

গ উদ্বীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি ভাষা আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় যে, কিউবার মহান নেতা ফিদেল কাস্ট্রো একজনকে দেখে বলেছিলেন, “আমি আপনাকে দেখেছি আমার আর হিমালয় পর্বত দেখার দরকার নেই।” এখানে মূলত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কথা বলা হয়েছে। কারণ ফিদেল কাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কেই এ মন্তব্যটি করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই বৃহত্তর পরিসরে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তার নেতৃত্বে। ১৪৪ ধারা ভজা করে রাজপথে মিছিল বের করার অপরাধে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমউদ্দিন আবার ঘোষণা করেন, উদ্বী হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এ সময় জেলে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিবাদ জানান এবং কারাগারে বন্দি অবস্থায় ‘রাজবন্দীদের মুক্তি চাই’ এবং ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ দাবিতে তিনি এবং মহিউদ্দিন আহমদ অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এর ফলে ভাষা আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যন্য ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শত্রুতে পরিপত হন এবং জেলে আটক থাকেন। তিনি বাঙালিকে ভালোবাসতেন বলে সকল বাধা, জুলুম, নির্যাত সহ্য করে ও লক্ষ্যে অবিচল থেকে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৃত্যু ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা দাবিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালি নিজেদের অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলাফল দেখা যায় ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নিরঙ্কুশ বিজয়ের মধ্যে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করলেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় যেতে পারেননি। এর পর পাক-সরকারের অনায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং সেখানে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। তিনি ভাষণে বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তাঁর এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাক-হানাদারদের নিকট বন্দি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনৰ্বীকার্য। তিনি আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।

ঞ **৬** ফজর আলী এক সম্মান মুসলিম পরিবারের সন্তান। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি হজতুত পালন করার জন্য মন্তায় গমন করেন। দীর্ঘদিন পর তিনি দেশে ফিরেন। দেশে ফিরে দেখেন তৎ এলাকার মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তাই তিনি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। শুধু তাই নয় মুসলমানদের আবাশ্যন্ত্রিত জন্য ইসলামের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপরও সর্বাধিক পুরুত্বারোপ করেন।

সিং রে ১৭/ গুঁথ নং ১

- ক. ‘বিজাতি তত্ত্ব’ কাকে বলে? ১
- খ. মুসলীম লীগ কেন গঠন করা হয়? ২
- গ. উদ্বীপকের ফজর আলীর আন্দোলনের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তৎকালীন সমাজে উক্ত আন্দোলনের প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোহাম্মদ আলী জিনাহ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় দুটিকে পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির যে দাবি তুলেছিলেন তাকে বিজাতি তত্ত্ব বলে।

খ মুসলমানদের দুরবস্থার অবসান করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। ত্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অবহেলিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। ভারতের সব সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে মুসলমানরা হতাশ এবং আশাহত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। তারা নিজেদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্বীপকের ফজর আলীর আন্দোলনের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে।

বাংলায় পরিচালিত বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম হলো ফরায়েজি আন্দোলন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে মুসলমানদের জন্য পাঁচটি ফরজ কাজ অবশ্য পালনীয়। এগুলো পালনের উদ্বৃদ্ধকরণ সংক্রান্ত যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তাই হলো ফরায়েজি আন্দোলন। উদ্বীপকের আন্দোলনটি এ আন্দোলনেরই নামান্তর।

উদ্বীপকের ফজর আলী ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ ও হজতুত পালনের পর দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি কুসংস্কারে লিপ্ত মুসলমানদের ফরজ পালনের ওপর জোর দেন। এছাড়া তিনি একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনও পরিচালনা করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে এক সম্মান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি শিক্ষক বাশারত আলীর সাথে মন্তায় হজ করতে যান। সেখানে তিনি বিশ বছর অবস্থান করে ধর্মীয় শিক্ষায় শক্তিত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তৎকালীন বাংলার মুসলিম সমাজে নানাবিধি কুসংস্কার ও অনেসলামিক রীতিনীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা পীরপূজা, কবর পূজা, মানত, ওরশ ইত্যাদি কুসংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের এসব রীতি পরিহারের উপদেশ দেন এবং তাদেরকে ইসলামের পাঁচটি ফরজ কাজ পালনে উদ্বৃদ্ধ করেন। তার এ প্রচেষ্টা ফলপূর্ণ করার জন্য তিনি ফরায়েজি আন্দোলন নামে একটি সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। সুতরাং বোধ যায়, উদ্বীপকের আন্দোলনটি ফরায়েজি আন্দোলনকেই ধারণ করছে।

৪ তৎকালীন সমাজে উচ্চ আন্দোলন অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

ফরায়েজি আন্দোলন তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ম মুসলিম সমাজে নতুন প্রাণের সংগ্রাম করে। তারা নিজেদেরকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশুন্ধির আহ্বানে তাদের জীবনে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়।

হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র দুনু মিয়া পিতার অসমাপ্ত কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুনু মিয়ার অপরিসীম সাংগঠনিক ক্ষমতা ও কর্মতৎপরতায় ফরায়েজি আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। তিনি নিজের সমর্থকদের নিয়ে ১৮৪৬ সালে পঞ্চচৱের সুরক্ষিত নীলকুঠির ওপর দৃঢ়সাহসিক আক্রমণ পরিচালনা করেন। ফলে অত্যাচারী নীলকর ও জমিদারদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। তবে দুনু মিয়া এসব তোয়াঙ্কা করেননি। বরং আমৃত্যু তিনি এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন।

মূলত, হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন। এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানগণের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। প্রবর্তীকালে অনেক নেতা তার আন্দোলনের হাতার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ আন্দোলন বাংলার মুসলমানদেরকে সুসংগঠিত করতে সক্ষম হয়। তারা নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতা বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭



/থ. নং ৩৭/গ্রন্থ নং ৯/

- ক. প্রথমবার পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয় কখন? ১
খ. আগরতলা মামলার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলি কেন নেতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলির মাধ্যমে কি উচ্চ নেতার সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়? মতামত দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথমবার পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয় ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর।

খ পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে আরও ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিবুন্ধে যে মামলা দায়ের করে তাই আগরতলা মামলা নামে পরিচিত।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এ কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার যত্যন্তর্মূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। মামলায় ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানকে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং মণ্ডলী ভাসানী সরকারি এ চক্রান্তের বিবুন্ধে এবং মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবসহ সকল বন্দির মুক্তির দাবিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন।

গ ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। বাঙালি জাতির মুক্তির পেছনে তার অসাধারণ অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাঙালি জাতির পিতা বলা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তরুণ ছাত্রনেতা। প্রবর্তীতে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিবুন্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা, স্বায়ত্ত্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব পেশ করেন। এই ছয় দফার মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন। কিন্তু সম্মৌলনের উদ্যোগার্থী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়নি। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ভাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে পাকিস্তানি শাসকদের আলোচনা বিফলে গেলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে অপারেশন সার্চ লাইট নামে গগহত্যা শুরু করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। ঐ রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয় এবং প্রবর্তীতে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ নামের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। প্রবর্তীকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীও হন। তাই বলা যায় যে, ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলির মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

ঘ না, শুধু ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলির মাধ্যমে উচ্চ নেতার অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না।

আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাই বিটিশ আমলে ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। প্রবর্তীতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় সক্রিয়তাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং বাঙালি মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর সান্ধিধ্যে আসেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। পাকিস্তান ভারত পৃথক হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি ‘পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ’ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেওয়ার মাধ্যমেই পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক তৎপরতার সূচনা ঘটে। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কারাবন্দিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৫৪ এর যুক্তক্রন্ত নির্বাচনে

শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে ১৩,০০০ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন এবং সরকারের কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। ১৯৬১ সালে তিনি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষক, বাংলাদেশের বাঙালি জাতির জনক প্রভৃতি বিষয়গুলোর মাধ্যমেই তার সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। উল্লিখিত ঘটনাবলিও তার রাজনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ৮ তাপস সোম একজন রাজনীতিবিদ। তিনি সংকীর্ণতা ও গোড়ামির উর্ধ্বে মানবপ্রেমে বিশ্বাস করেন। মানুষের সেবাই তার রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর তাই তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের উন্নয়নে কাজ করেন।

বি. বো. ১৭। গ্রন্থ নং ৪।

ক. তিতুমীরের পূর্ণ নাম কী?

১

খ. বেঙ্গল প্যাটে বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকের তাপস সোমের সাথে তোমার পঠিত কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাদৃশ্য আছে কি? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অবদানের কারণে বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি শক্তিশালী হয়—বিশ্লেষণ করো।

৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের পূর্ণ নাম হলো সৈয়দ মীর নিসার আলী।

খ বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাটে।

ত্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার অধিকারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাটে এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্রান্ত প্রচেষ্টায় এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃত্বনের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাটে সম্পাদিত হয়। অচিরেই এ চুক্তি সি আর দাশ ফর্মুলা নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো বেঙ্গল প্যাটের মূলকথা। দেশবন্ধুর এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

গ হ্যা, তাপস সোমের সাথে আমার পঠিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাদৃশ্য রয়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার একজন শক্তিশালী মহাপুরুষ। তিনি তাঁর অপূর্ব ত্যাগ, অসীম দেশপ্রেম ও অসাধারণ গুণাবলির মাধ্যমে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের তাপস সোমের মধ্যে।

রাজনীতিবিদ তাপস সোম সংকীর্ণতা ও গোড়ামির উর্ধ্বে মানবপ্রেমে বিশ্বাস করেন। মানুষের সেবা করাই তাঁর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর তাই তিনি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ উন্নয়নে কাজ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল। ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িক বিবাদকে তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর রাজনীতির মূল ভাবনাই ছিল মানুষের সেবা। এ জন্য তিনি স্বদেশি আন্দোলনকারীদের বিবুন্ধে দায়ের করা মামলা বিনা পয়সায় লড়তেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি অক্রান্ত পরিশ্রম করেছেন। ১৯২৩ সালে সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাটে এ প্রচেষ্টার উদাহরণ। এছাড়া সাধারণ মানুষকে তিনি

বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতেন। তিনি মানুষের জন্য নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের বাড়িটি ও সমাজসেবার জন্য দান করে যান। এসব কারণে বাংলার জনগণ তাকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাই বলা যায়, তাপস সোম রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ একটি চরিত্র।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অবদানের কারণে বাংলায় অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি শক্তিশালী হয়- আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বাংলার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশ বুরতে পেরেছিলেন যে বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার বিভেদ বা অনৈক্য। আর এ সমস্যার মূলে রয়েছে স্বার্থের দ্রুতি। তিনি বিশ্বাস করতেন এদেশের মুক্তির জন্য দরকার হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালান।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩ সালে বাংলার জনগণকে ঐক্যবন্ধ হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করে সাম্প্রদায়িকতা রোধে ভূতী হন। তাঁর এ ঐক্যের আহ্বান বাঙালিকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিবুন্ধে সচেতন করে তোলে। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে ব্রাজ পাতির সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি বাংলা প্রদেশের মুসলমানদের সাথে 'বেঙ্গল প্যাটে' নামে এক ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে হিন্দু-মুসলিম সবার অধিকার প্রতিষ্ঠার শর্ত ছিল। এই চুক্তিটি দুই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বনের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ বেঙ্গল প্যাটের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়া তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিক হারে সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখ্য প্রতিনিধিত্বে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর বিভিন্ন প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে এ দেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

প্রশ্ন ৯ জনাব রহমত আলী হজুরত পালন শেষে দেশে ফিরে এসে সামাজিক কুসংস্কারের বিবুন্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিবুন্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাঁকে দেশদোষী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাঁকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তিনি স্বদেশপ্রেমে উন্মুক্ত হয়ে অন্যায়ের বিবুন্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

বি. বো. ২০১৬। গ্রন্থ নং ৩।

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

১

খ. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে, মজলুম জাননেতা বলা হয় কেন?

২

গ. জনাব রহমত আলীর কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের কোন সংস্কারকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. 'উন্ন সংস্কারকের আত্মত্যাগ বাঙালিদেরকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে'— যুক্তিসহ লেখ।

৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ শাটের দশকে আইয়ুব শাসনবিরোধী আন্দোলনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন এক জ্বালাময়ী কর্ত। তিনি সর্বদাই সাম্রাজ্যের কথা বলেছেন। কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় মাওলানা ভাসানী এক বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের কথা সর্বজনবিদিত। পাকিস্তান আমল থেকে শুরু

করে স্বাধীনতা সংগ্রাম পেরিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনৈতিক একটি স্বতন্ত্র ধারা তথা জনগণভিত্তিক রাজনৈতিক ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শোবিত ও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থে নিয়ে তিনি আজীবন আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন। এ কারণে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

৫ উদ্বীপকে উল্লিখিত জনাব রহমত আলীর কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের অন্যতম সংস্কারক শহিদ তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

বীর যোদ্ধা, বিপ্লবী নেতা ও সফল সংগঠক সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীর ১৭৮২ সালে চৰিশ পরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে এক সন্তান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৪ সালে তিতুমীর মঙ্গা থেকে ফিরে এসে নীলকর ইংরেজ বণিক এবং এদেশের সামন্ত জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা দেখে খুবই ব্যথিত হন এবং কৃষক ও গরিব-দুর্ঘটী মানুষকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন। মূলত তার আন্দোলন গড়ে ওঠে কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে। দলে দলে হাজার হাজার কৃষক তার আন্দোলনে যোগ দেয়। কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ শুরু করেন। এটি ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ১৮৩১ সালে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ উদ্দেশ্যে নারিকেল বাড়িয়ায় তার বিখ্যাত বাঁশের কেঁচা নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে কর্নেল স্টুয়ার্টের আধুনিক সমরাস্ত্রের মুখে টিকে থাকতে ব্যর্থ হন এবং এক পর্যায়ে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

উদ্বীপকের জনাব রহমত আলী হজুরত পালন শেষে দেশে ফিরে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে জমিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাকে প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। তার এসব কর্মকান্ডের সাথে শহিদ তিতুমীরের সংস্কার ও সংগ্রামের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

৬ শহিদ তিতুমীর এমন একজন সংস্কারক যিনি অত্যাচারী জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, যার আত্মাগ বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শহিদ তিতুমীরের আত্মাগ এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল সমাজের শোবিত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করাই ছিল তিতুমীরের উদ্দেশ্য।

শহিদ তিতুমীর অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেন। মূলত তার আন্দোলন গড়ে ওঠে কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে। দলে দলে হাজার হাজার কৃষক তার আন্দোলনে যোগ দেয়। কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বারাসাত বিদ্রোহ শুরু করেন। ১৮৩১ সালে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হন এবং একপর্যায়ে শাহাদাত বরণ করেন।

যেকোনো নিপীড়নমূলক শাসনের বিরুদ্ধে তিতুমীর বাঙালিকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি ছিলেন বাঙালির সাহসের উৎস। তার আত্মাগের আদর্শ মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রেরণা জোগায়, যার ফলে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ১০ পঞ্জি এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুর্রাহ নানাবিধি সমস্যায় জৰিরিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তিনি সুদৰ্শন মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাছাড়া ভূমামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য অপর একটি আইন তিনি প্রণয়ন করেন।

(জ্ঞ. নং ২০১৬) প্রশ্ন নং ১০

ক. বঙ্গভঙ্গপূর্ব অবিভক্ত প্রদেশটির নাম কী ছিল?

থ. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্বীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের যে নেতার অবদান

প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত নেতার সকল অবদান উদ্বীপকে প্রতিফলিত হয়নি তুমি

কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উক্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১

২

৩

৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গভঙ্গপূর্ব অবিভক্ত প্রদেশটির নাম ছিল বাংলা।

খ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃতকে বুঝায়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন ব্যবস্থায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত এবং অর্থ এ ত্রিবিধি বিষয়ের কর্তৃত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিচার, পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ের কর্তৃত প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। মুক্তরাস্ত্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এভাবেই ক্ষমতা বর্তন করে দেওয়া হয়। মূলত এটিই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন।

গ উদ্বীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্বীপকে দেখা যায়, পঞ্জি এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুর্রাহ নানাবিধি সমস্যায় জৰিরিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তিনি সুদৰ্শন মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাছাড়া ভূমামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য একটি আইন তিনি প্রণয়ন করেন। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঝল সালিশ বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের ব্রাহ্মণ কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাসত্ত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষককুলের ভাগ্যাকাশে তিনি ছিলেন এক উজ্জল নক্ত যা বাংলার কৃষকদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরদী ও কৃষক প্রজাদের সুদৰ্শন মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। আর তাই বাঙালি জনগণের হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

ঘ উক্ত নেতা তথা এ কে ফজলুল হকের সকল অবদান উদ্বীপকে প্রতিফলিত হয়নি, আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

উদ্বীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। তিনি কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও আরো নানা দিকে অবদান রেখেছেন। যেমন- ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ সম্মেলনে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমূর্খী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিষদ্বারা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষা ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে জড়িত ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

এ কে ফজলুল হক সবসময় বাঙালির দাবি-দাওয়া আদায়ে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ফজলুল হকের অবদান খুবই তাংপর্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে ‘লক্ষ্মী চুক্তি’ সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে

বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উত্তর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

প্রশ্ন ১১ 'X' নামক একটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনাব কাশেম উপলব্ধি করেন যে, তার রাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হবে। এজন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর সাথে বিরোধে না গিয়ে স্বজাতিকে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে উত্তৃত্ব করেন। তিনি জনগণকে সংগঠিত করতে একটি রাজনৈতিক দল গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে জনাব কাশেমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনাব চৌধুরী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশন্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন। তিনি সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং নির্দিষ্ট একটি এলাকাকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর প্রবল আক্রমণে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

(চ. বৰ. ২০১৬/গ্রন্থ নং ১)

ক. কোন আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে? ১

খ. বঙ্গভঙ্গের যেকোনো একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জনাব কাশেমের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জনাব চৌধুরী ব্যর্থ হলেও তিনি মুক্তিকামী জনগণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন'— তোমার পঠিত বইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৮ সালের আইনের (India Act) মাধ্যমে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসন শুরু হয়।

খ ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ইওয়ার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, এর অন্তম হলো 'প্রশাসনিক' কারণ।

বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮৫ লাখ (১৯০৩)। এত বড় প্রদেশ কেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। এছাড়া প্রদেশে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা কম ছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রদেশকে ভাগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এজন্য ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন।

গ উদ্দীপকের জনাব কাশেমের সাথে আমার পঠিত বইয়ের সমাজ সংস্কারক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নবাব স্যার সলিমুল্লাহর মিল রয়েছে। উদ্দীপকের জনাব কাশেমের মতো স্যার নবাব সলিমুল্লাহও বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হবে। এজন্য তিনি তাদের সাথে বিরোধে না গিয়ে মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারে মনোযাগী হন। আহসানউল্লাহ ইজিনিয়ারিং স্কুল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার পাশাপাশি মিটফোর্ড হাসপাতাল, সলিমুল্লাহ এতিমখানা তৈরিসহ নানা কাজে তার অবদান ছিল। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অন্যতম রাজনৈতিক অবদান হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং ব্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার ফেত্তে তার অবদান মুখ্য ছিল। এছাড়া মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি 'মোহামেডান প্রভিসিয়াল ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করেন। তবে স্যার সলিমুল্লাহর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান হচ্ছে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব কাশেমের সাথে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীর সাথে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ তিতুমীরের মিল রয়েছে। নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্য তার সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তিনি মুক্তিকামী জনগণের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশন্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন এবং জনগণকে সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। শাসক গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ হলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই আন্দোলনের সাথে শহিদ তিতুমীরের বাঁশের কেঁচা নির্মাণ, ইংরেজ ও জামিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের মিল রয়েছে। নারকেলবাড়িয়ার যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশন্ত্র বিদ্রোহ, যা মুক্তিকামী জনগণকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেবে।

ইংরেজদের গোলাবাবুদ এবং নীলকর ও জামিদারদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মুখ্য তিতুমীরের বাঁশের কেঁচা ছিল সাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে। বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিতুমীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে পুরোপুরি সফল না হলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার যে শিক্ষা বাঙালি তার কাছ থেকে পেয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালি বিভিন্ন সময় বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বুঝে দাঁড়িয়েছিল।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র শহিদ তিতুমীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে ব্যর্থ হলেও মুক্তিকামী মানুষের জন্য চিরদিন তিনি প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

প্রশ্ন ১২ জনাব 'X' একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তি। তিনি লঙ্ঘনের গ্রেস ইন থেকে বার এট'ল সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন আপসাধী। তাকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়। তিনি উপমহাদেশের বিরোধী দলের স্বষ্টা। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। (চ. বৰ. ২০১৬/গ্রন্থ নং ৪; স্কলারসহোম, সিলেট। গ্রন্থ নং ৪)

ক. বেঙ্গল প্যাট্র কী? ১

খ. লাহোর প্রস্তাব বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে ইঞ্জিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদের অবদান তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বেঙ্গল প্যাট্র' হলো হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করে পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরির জন্য স্বাক্ষরিত চৃক্ষ।

খ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক মুসলমানদের জন্য ব্যতো আবাসভূমির দাবি সংবলিত যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেন তাই ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিত।

লাহোর প্রস্তাবে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক 'একাধিক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র' গঠনের কথা বলেন। উক্ত প্রস্তাবের মাধ্যমেই তিনি সেদিন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধিকার অর্জনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে অবিসংবাদিত রাজনীতিবিদ গণতন্ত্রের মানসপূর্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর প্রতি ইঞ্জিত করা হয়েছে।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। তিনি লঙ্ঘনের গ্রেইজ ইন থেকে বার এট'ল সম্পন্ন করেন। ১৯২০ সালে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরেই তিনি রাজনীতিতে

যোগদান করেন। তিনি সবসময় গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তার রাজনৈতিক ভাবশিষ্য। সাধারণ মানুষের কল্যাণে সদা সচেষ্ট ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্যসমূহ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদ জনাব 'ক'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উপমহাদেশের অন্যতম প্রতিভাবান রাজনৈতিক সংগঠক হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৩ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদ হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৭) হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী। উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তার অনেক অবদান রয়েছে।

সোহরাওয়াদী একজন শ্রমিক নেতা ছিসেবে কলকাতায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে নাবিক, রেল কর্মচারী, পাটকল ও সুতাকল কর্মচারী, রিকশা ও গাড়িচালকসহ বিভিন্ন পেশার মেহনতি মানুষের জন্য প্রায় ৩৬ টি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাট সম্পাদনে মৃত্যু ভূমিকা পালন করেন। এ চুক্তিটি ব্রিটিশ ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করার জন্য সম্পাদিত হয়েছিল।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিসেবে ১৯৩৭-৪৩ সালে দলকে সুসংগঠিত করতে অসাধারণ অবদান রাখেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠায়ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার আইনমন্ত্রী থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় (পাকিস্তান সৃষ্টির ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালে)। তার প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪নং অনুচ্ছেদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলার মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর রাজনৈতিক অবদান অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণের সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাদায়ক আদর্শ রেখে গেছেন।

প্রশ্ন ১৩ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব আবুল হোসেন ব্যাখ্যিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিকাণ্ড আইন, মহাজনি ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঝাগ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা তাদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। এজন্য বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের মেধাবী যুবক তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদূরোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

৪ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। উদ্দীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। যেমন- ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী বাস্তি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ সম্মেলনে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুক্তী করার লক্ষ্যে বজীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অবদান রেখেছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রদৃত ফজলুল হক একজন খীটি বাঙালি নেতা ছিলেন। তিনি সবসময় বাঙালির দাবি-দাওয়া আদায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান খুবই তৎপর্যমভিত্তি। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে 'লক্ষ্মী চুক্তি' সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে যুক্তরূপ গঠন করেন।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

৫ ব্রিটিশ শাসনামলের শুরুর দিকে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দৃটি পৃথক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করাই হলো শেরে বাংলা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের (রাজন্য আদায়ের ক্ষমতা) পর লর্ড ক্লাইভ বাংলায় শেরে বাংলা প্রবর্তন করেন। শেরে বাংলার অর্থ হলো দুঃজনের শাসনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, ফৌজদারি বিচার,

শাস্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নামেমাত্র নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজন্য আদায়, দেওয়ানি ও জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার ইত্যাদি লাভজনক কাজ কোম্পানি নিজের হাতে রাখে। বলা হয়, শেরে বাংলা ব্যবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বাদী ক্ষমতা আর অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাদীন দায়িত্ব।

৬ উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব আবুল হোসেনের সাথে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কৃষকদের ওপর জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব আবুল হোসেন ব্যাখ্যিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিকাণ্ড আইন, মহাজনি ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঝাগ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা তাদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। এজন্য বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের মেধাবী যুবক তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদূরোর মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

৭ উদ্দীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। উদ্দীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। যেমন- ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী বাস্তি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এ সম্মেলনে তিনি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুক্তী করার লক্ষ্যে বজীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অবদান রেখেছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রদৃত ফজলুল হক একজন খীটি বাঙালি নেতা ছিলেন। তিনি সবসময় বাঙালির দাবি-দাওয়া আদায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান খুবই তৎপর্যমভিত্তি। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে 'লক্ষ্মী চুক্তি' সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে যুক্তরূপ গঠন করেন।

তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন।

৮ একদিন সাইফুল সাহেব তার মেয়েকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু সেতু দেখতে যান। তার মেয়ে বললো, এই বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্যই সিরাজগঞ্জ বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, না, এই অঞ্চল এমন এক নেতার জন্মস্থান, যিনি ব্রিটিশ ভারতের কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বহু আন্দোলন করেছেন। শুধুমাত্র মানুসার শিক্ষিত হয়েও তিনি বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

- ক. দেশবন্ধু উপাধি দেয়া হয় কাকে? ১
 খ. 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. উদ্দীপকে যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, কৃষকদের কল্যাণে তার অবদান আলোচনা করো। ৩
 ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক অবদান আলোচনা করো। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. দেশবন্ধু উপাধি দেয়া হয় চিন্তজান দাশকে।
 খ. ভিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি ছিল 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি'।

ক্রমবর্ধমান ভিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভিটিশ সরকার উপরাঞ্চ করে যে, ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা ভারতবর্ষের প্রধান দুটি ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত এবং টেকসই করার লক্ষ্যে তারা এই কৌশল অবলম্বন করত।

- গ. সৃজনশীল ২নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।
 ঘ. সৃজনশীল ২নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আসলাম সাহেবে হজুত পালন শেষে দেশে ফিরে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। তিনি কৃষকদেরকে জামিদার ও মহাজনদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলেন। সরকার তাকে দেশদ্রোহী হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং তাকে প্রতিহত করার উদ্দোগ নেয়। তিনি ব্রহ্মপুরে উন্মুক্ত হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

/রাজ্যিক উচ্চরা মডেল কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৫/

- ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
 খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে কী বোঝায়? ২
 গ. আসলাম সাহেবের কার্যক্রমের সাথে উপমহাদেশের কেন সংস্কারকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উচ্চ সংস্কারকের আক্ষতাগ বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা যুগিয়েছে— মুক্তিসহ লেখ। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালে।

খ. প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন বলতে প্রদেশের পূর্ণ কর্তৃত্বকে বোঝায়। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন ব্যবস্থায় দেশরক্ষা, পররাষ্ট, অর্থ এ বিষয়গুলোর কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে। শিক্ষা, ব্রাহ্ম্য, কৃষি, বিচার, পুলিশ এবং আইনশূলী ইত্যাদি বিষয়ের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে। মুক্তরান্তীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এভাবেই ক্ষমতা বণ্টন করে দেওয়া হয়। মূলত এটিই হলো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন।

- গ. সৃজনশীল ৯নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।
 ঘ. সৃজনশীল ৯নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আহসান সাহেব টেলিভিশনে একটি প্রামাণ্য চিত্রে দেখতে পেলেন 'ক' রাষ্ট্রের প্রতিভিয়াশীল ক্ষমতাসীন সরকারের অন্যায় অবিচার, দুনীতি ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একজন নেতা কীভাবে তার দেশের জনগণকে সংগঠিত করতে গিয়ে বার বার নির্ধাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, কারাবরণ করছেন। এই সংগ্রামী, নীতীক ও আপসহীন নেতা জনগণকে তাঁর ভাষণের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যার ফলে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে 'খ' নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিলো।

/রাজ্যিক উচ্চরা মডেল কলেজ, ঢাকা/ প্রশ্ন নং ৬/

- ক. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? ১
 খ. ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্লট কেন গঠিত হয়? ২
 গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নীতীক, আপসহীন সংগ্রামী নেতার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার সাদৃশ্য খুঁজে পাও? ৩
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত উচ্চ রাজনৈতিক নেতার প্রদত্ত ভাষণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন।

- খ. ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য যুক্তফ্লট গঠন করা হয়।

যুক্তফ্লট বলতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী একটি সমিলিত রাজনৈতিক জোটকে বোঝায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য মণ্ডলান আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে। চারটি দল নিয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর গঠন করা এই জোটটিই 'যুক্তফ্লট' নামে পরিচিতি। এর শরিক দলগুলো হলো— ১ আওয়ামী মুসলিম লীগ; ২. নেজাম-ই-ইসলাম; ৩. কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও ৪. গণতন্ত্রী দল।

- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নীতীক, আপসহীন ও সংগ্রামী নেতার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের নেতা বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান অন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ছয় দফা তথা স্বায়ত্ত্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব পেশ করেন। এই ছয় দফার মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন। কিন্তু সম্মেলনের উদ্যোগার্থী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শাসকগোষ্ঠী বজাবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বজাবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়ানি। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা রেসকের্স ময়দানে বজাবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাঙ্গীক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বজাবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বজাবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনৈতিক নেতার অর্থাৎ বজাবন্ধুর ভাষণ স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

উদ্দীপকে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের কথা বলা হয়েছে। এ ভাষণ বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উন্মুক্ত করেছিল।

বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকের্স ময়দানে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা-ই 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ' নামে পরিচিত। এ ভাষণে বজাবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরেন। এ ভাষণ বাংলালিকে ঐক্যবন্ধ হয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে মুন্দ্র বাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ বজাবন্ধুর এক স্মরণীয় দলিল। এর ভাষা, বাক্য ও শব্দচয়ন একাধারে রাজনীতিবিদ, ভাষাবিদ, কৃতনীতিবিদসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে

অভিভূত করেছে। ৭ মার্চের ভাষণে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কৌশল ও শত্ৰু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এর ফলে সাত কোটি নিরজ বাঙালি যোদ্ধায় পরিণত হয় এবং পাকিস্তানি হাসানার বাহিনীর বিরুদ্ধে চৃড়াত্ত লড়াইয়ে জয়ী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাংলার মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসুক করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৭ বঙ্গবন্ধু সেতুর সংলগ্ন সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জের জন্ম গ্রহণ করেছেন এক মহান ব্যক্তি। যিনি ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বহু আন্দোলন করেছেন। মজলুম এই নেতার ঝণ জাতি চিরদিন স্মরণ করবে। /রাজউক উত্তর মতেন কলেজ, ঢাকা। গ্রন্থ নং ৭/ ক. মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ কত সালে জারি করা হয়? ১

খ. 'ভাগ কর শাসন নীতি' বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতা কৃষকদের কল্যাণে যে অবদান রেখেছেন তা আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতার রাজনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

খ ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি ছিল 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি'।

ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে তারা ভারতবর্ষের প্রধান দৃটি ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত এবং টেকসই করার লক্ষ্যে তারা এই কৌশল অবলম্বন করত।

গ কৃষকদের স্বার্থ ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতা তথা মণ্ডলানা আন্দুল হামিদ খান ভাসানীর অবদান অপরিসীম।

মণ্ডলানা আন্দুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) নামটি কৃষক ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে কৃষকের সন্তান হওয়ায় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারতেন। সঙ্গত কারণেই তার সংগ্রাম দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের স্বার্থে পরিচালিত হয়। তাই 'সত্যিকার' অর্থে তাকে জনদরদি নেতা বলা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মজলুম নেতা মণ্ডলানা আন্দুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের বন্ধু। তিনি মনেপ্রাণে সামন্তবাদ বিরোধী। জমিদার ও জোতদারদের বিরুদ্ধে তার সর্বাঙ্গক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তিনি কৃষকদের একবন্ধু হয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। জমিদার, জোতদাররা ভাসানীকে নিজ নিজ এলাকায় অবাস্থিত ঘোষণা করলেও তার সংগ্রামে ভাটা পড়েনি। ১৯৩৭ সালে আসাম সরকার কৃতৃক জারিকৃত 'লাইন প্রথা' কে তিনি 'কুখ্যাত আইন' হিসেবে অভিহিত করেন এবং তা রহিতকরণের জন্য এক আপোসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কৃষকদের স্বার্থ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্ত্বাসনের কোনো বিকল্প নেই মনে করে ব্রিটিশ শাসন বিরোধী থেকে শুরু করে সকল অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কৃষক শ্রমিকদের মুক্তি ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ভাসানী এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

ঘ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মণ্ডলানা ভাসানী এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

১৯১৬-১৭ সাল থেকে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯১৯ সালে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে তিনি প্রথম 'কৃষক প্রজা আন্দোলনের' সূত্রপাত ঘটান। আসামে 'লাইন প্রথা' চালু হলে তিনি এই নিপীড়নমূলক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি বাজীয় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বিনা প্রতিবন্ধিতায় পূর্ববাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

ইংরেজদের শাসনকালে তিনি যেমন ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, পাকিস্তানি শাসনামলেও তিনি পঞ্চম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচার হয়ে ওঠেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এবং ১৯৫৪ সালের যুক্তফল নির্বাচনে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৭ সালের তিনি 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' (ন্যাপ) গঠন করেন। এছাড়াও ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যাসান্তে, ১৯৭০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় এবং ১৯৭৬ সালের ১৬মে ঢাকা-রাজশাহী লংমার্টে অংশগ্রহণ করেন।

উপরের আলোচনা প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নেতা অর্থাৎ মণ্ডলানা ভাসানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮



নেটোর তেম কলেজ, ঢাকা। গ্রন্থ নং ৩/

- ক. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে? ১
- খ. 'বাজীয় প্রজাস্বত্ত আইন' সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান আলোচিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত ব্যক্তিত্ব কি শিক্ষাক্ষেত্রেই অবদান রেখেছিলেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক নওয়াব আন্দুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়।

খ 'বাজীয় প্রজাস্বত্ত আইন' হলো ভূমি নিয়ন্ত্রণে প্রজা ও জমিদারদের পারস্পরিক দায় ও অধিকার সংক্রান্ত আইন।

১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ ভূমি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত "বাজীয় প্রজাস্বত্ত আইন" প্রণয়ন করে। তবে এ আইনে সাধারণ কৃষক ও বর্গাচারিদের অধিকার রক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে নানা ঘটনা ও আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৮ এবং ১৯৩৮ সালে এ আইনে সংশোধনী আনা হয়েছিল। ১৯৩৮ সালের সংশোধনীটি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রীসভায় হয়েছিল। এ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি উক্ত আইনের দুর্বলতা ও তুটিবিচ্ছিন্ন দূর করে সাধারণ কৃষক এবং বর্গাচারিদের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

গ. পূর্ব-বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অঞ্চলী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নত না হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং নানা রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ নিজ উদ্যোগে পুরোনো ঢাকায় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের কারণে তিনি ভীষণভাবে ঘৰ্মাহত হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি হল নির্মাণ করা হয়। নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এই ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

ঘ. উদ্বীপকে উক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন।

উদ্বীপকের জনাব কাশেমের মতো স্যার সলিমুল্লাহ বুরাতে পেরেছিলেন যে, তারতীয় উপমহাদেশে ত্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘায়িত হবে। এজন্য তিনি ত্রিটিশদের সাথে বিরোধে না শিয়ে মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, সলিমুল্লাহ এতিমধ্যান প্রতিষ্ঠাসহ নানা কাজে তার অবদান ছিল। নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অন্যতম রাজনৈতিক অবদান হলো বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং ত্রিটিশ সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার অবদানই ছিল মুখ্য। তিনি জানতেন যে, বঙ্গভঙ্গ হলে হিন্দু-মুসলিম এর বিরোধিতা করবে। এজন্য বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হবার দিনই মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তিনি ‘মোহামেডান প্রতিস্থাল ইউনিয়ন’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংগঠনের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির বীজ লুকায়িত ছিল। স্যার সলিমুল্লাহর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান হচ্ছে, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। যা উদ্বীপকের জনাব কাশেমের রাজনৈতিক দল গঠন ভূমিকার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, নবাব সলিমুল্লাহ শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ১৯ কিউবার মহান বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ট্রো যাকে দেখে বলেছিলেন, “আমি আপনাকে দেখেছি আমার আর হিমালয় পর্বত দেখার দরকার নেই।” যার ডাকে লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। তিনি আম্ভৃত দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। /চাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৩/

ক. মজলুম জননেতা কে ছিলেন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্বীপকে কোন নেতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ভাষা আন্দোলনে তার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতার ভূমিকাকে ভূয়ি কীভাবে মূল্যায়ন করবে? ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানি।

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মল্লা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্যাগ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ. সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৫নং প্রশ্নের ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ২০ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচারের চিত্র দেখে জনাব মকবুল হোসেন ব্যক্তিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিকল আইন, মহাজনি আইন ও প্রজাস্বত্ত আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। /চাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ। প্রশ্ন নং ৪/

ক. তিতুমীরের পূর্ণ নাম কী? ১

খ. বেঙ্গল প্যাট বলতে কী বুঝা? ২

গ. উদ্বীপকের উল্লিখিত জনাব মকবুল হোসেনের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিতের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. ঐ সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তি আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীর এর পূর্ণ নাম মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

খ. বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাট।

ত্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার অধিকারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাট এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অঙ্গাত প্রচেষ্টায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃত্বের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাট সম্পাদিত হয়। অচিরেই এ চুক্তি সিআর দাশ ফর্মুলা নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো বেঙ্গল প্যাটের মূল উদ্দেশ্য।

গ. সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ২১ মিঃ ‘ক’ ত্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতি করেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, সবার আগে কৃষকদের দৃঢ়-দুর্দশা লাঘব করতে হবে। তাদের মুখে হাসি কোটাতে হবে। পাশাপাশি তিনি ছিলেন মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক এবং খাটি বাঙালি। তাঁর চেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। /বালি ক্লাস কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫/

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ২

গ. উদ্বীপকে মিঃ ‘ক’-এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে কার (কোন ব্যক্তিতে) সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্বীপকে মিঃ ‘ক’-এর মত তোমার পাঠ্যপুস্তকে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান আলোচনা কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরাজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মস্তা থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে সিঁপ। তারা কবরপূজা, পীরপূজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ভাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারূপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ জনাব 'ক'-এর কাজের সাথে ত্রিটিশ ভারতের রাজনীতিবিদ, তদন্তিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাঙালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'ক' একজন বাঙালি। তিনি ত্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতি করেন। তার বিশ্বাস ছিল সবার আগে কৃষকের মনে প্রাণে শান্তি এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। কেননা, কৃষকের উন্নতি দেশের উন্নতি।

উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর মতোই বাংলার কৃষক, সাধারণ জনগণ, নিপীড়িত জনমানুষের কথা ভাবতেন এ. কে. ফজলুল হক। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, হিন্দু মুসলিম স্বার্থ সমন্বয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও লাহোর প্রস্তাব প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি কৃষকদের কল্যাণ সাধনে কৃষি ঝণ আইন প্রণয়ন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, ঝণ সালিশি বোর্ড গঠন, নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত আইন প্রস্তুতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মুক্তির বাবস্থা করে গেছেন। তিনি ভাল-ভাত রাজনীতির প্রবন্ধ ছিলেন। মূলত শেরে বাংলা তাঁর কার্যক্রম হারা বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

ঘ মি. 'ক'-এর ন্যায় আমার পাঠ্যপুস্তকের ব্যক্তিত্ব শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তার প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় উন্নতি করতে না পারলে বাংলার মুসলমানদের কোনো উন্নতি হবে না। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯০৬ সালে সবভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ভাক দেন। এই শিক্ষা সম্মেলনে তিনি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যাত্মক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন। ১৯১৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। শেরে বাংলার অঙ্গান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতার টেইলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠায় শেরে বাংলার অবদান অবিস্মরণীয়। ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠনে তার অবদান অনেক। এছাড়া মহিলাদের লেডি ভ্রার্বেন ও ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সর্বত্র জানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

উপরে প্রদত্ত তথ্যে সুন্মত যে, বাংলার মুসলমান তথা আপামর জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন ২২ পরী এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুল্লাহ নানাবিধি সমস্যা জ্ঞানিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। জনগণের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে তিনি সুন্দরো মহাজনদের কবল থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেন। তাছাড়া ভূ-স্বামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য আইন পাস এবং একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

ক. কোরাম কাকে বলে?

খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন?

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের যে নেতার অবদান

প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে উন্নত নেতার অবদান উল্লেখ কর।

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পরিমাণ সদস্যের উপরিষিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা যায় তাকে কোরাম বলা হয়।

খ ন্যায় বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার স্তুতি হিসেবে বিবেচিত। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এবং জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার বিভাগের উপর আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকলে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নাগরিক অধিকার সুরক্ষা ও সর্বোপরি নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনব্যাকার্য।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের যে নেতার অবদান প্রতিফলিত হয়েছে তিনি ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

ফজলুল হক ছিলেন একজন সত্যিকার মানবদরদি। তিনি বাংলার অত্যাচারিত ও নিষেপিত কৃষককুলের অবস্থার উন্নতি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কৃষক সমিতি গঠন করে গরিব কৃষকদের জাগত করেন। কৃষক ও প্রজাদের ঝণের ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৭ সালে ঝণ সালিশি বোর্ড গঠন করেন। সুন্দরো মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা লক্ষ্যে তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভায় ১৯৩৮ সালে প্রজাস্বত্ত আইন পাস হয়। উদ্দীপকেও শেরে বাংলার এ সকল কর্মকাণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পরি এলাকার মানুষের জনপ্রিয় নেতা কলিমুল্লাহ নানাবিধি সমস্যায় জ্ঞানিত কৃষকদের মুক্তির উপায় খুঁজেন। তিনি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সুন্দরো মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। ভূ-স্বামীদের কবল থেকে জমি ফিরে পাওয়ার জন্য আইন পাস এবং একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। উদ্দীপকের নেতার এ সকল কাজ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। কারণ তিনিও কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছেন। তিনি প্রজাস্বত্ত আইন পাস এবং কৃষক সমিতি গঠন করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে উন্নত নেতার অর্থাৎ শেরে বাংলার অবদান চির স্মরণীয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঝণ সালিশি বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের স্বারূপ কৃষকদের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ত আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের তিনি মুক্তির পথের সম্বন্ধন দেন।

ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুন্দরো মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিকল আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ত আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। শেরে বাংলার এ সব অবদানের ফলে বাংলার কৃষি তথা কৃষকদের ভাগ্যের অনেক উন্নতি হয়। আর তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলার কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নে এ. কে. ফজলুল হক অনেক অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ আন্দুর রহমান একজন প্ররহেজগার ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘদিন মঙ্গায় অবস্থান করে দেশে ফিরে আসেন। এসে তিনি দেখলেন তার এলাকার লোকজন পীরপূজা, কবর পূজা ইত্যাদি কুসংস্কারে লিপ্ত। তিনি এইসব কর্মকাণ্ডের বিবুদ্ধে প্রচারণা চালান। তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেন এবং ধর্মের অত্যাবশ্যকীয় কাজগুলো করার পরামর্শ দেন। তার এ কার্যক্রম প্রবর্তীতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।

/চাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নং ২/

- ক. বাংলাদেশের প্ররাষ্ট্রনীতির মূলকথা কী? ১
- খ. তমদুন মজলিস সম্পর্কে লেখ। ২
- গ. জনাব আন্দুর রহমানের কার্যক্রমের সাথে তোমার পঠিত কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে; তার সম্পর্কে লেখ। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্ররাষ্ট্রনীতির মূলকথা হলো— সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

খ তমদুন মজলিস হলো ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন।

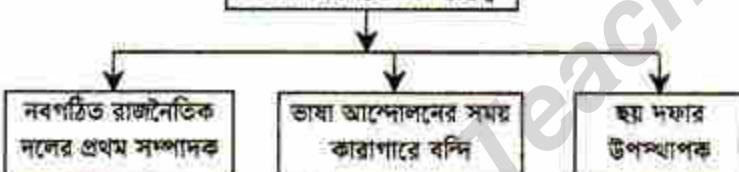
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি বৃক্ষজীবী সমাজ প্রতিবাদমূখ্য হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপকহ্য ষথাক্রমে আবুল কাশেম ও নুরুল হক তুইয়া বৃক্ষজীবীদের অসম্মোষকে সাংগঠনিক বৃপ্তদানের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদুন মজলিস' গঠন করেন।

গ সূজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৬নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৪

একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি



/চাকা ইমপিরিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নং ১০/

- ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী? ১
- খ. ছিজাতি তত্ত্ব বলতে কী বুঝা? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে; ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত ব্যক্তির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম হলো মীর নিসার আলী।

খ ছিজাতি তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণয়ক ও আদর্শশীল একটি রাজনৈতিক মতবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম সীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিয়াহ ছিজাতি তত্ত্বের উন্মেশ ঘটান। তার মতে ছিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে ছিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ মতবাদটি ছিজাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বাঙালি জাতির জনক বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

বাঙালি জাতির জনক বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক নেতা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈশম্যমূলক আচরণ শুরু করে। এদেশের মানুষ চরমভাবে তাদের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়। এসময় বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের অধিকার আদায়ের দাবিতে ১৯৫১ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যাস এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী এদেশের নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাপিয়ে পড়লে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় মাস বন্দুকজুড়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

উদ্দীপকে এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, যিনি নবগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রথম যুগে সম্পাদক ছিলেন, ভাষা আন্দোলনের সময় কারাগারে বন্দী হয়েছিলেন এবং ৬ দফা দাবির উত্থাপক ছিলেন। সুতরাং, উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, তিনি নিঃসন্দেহে জাতির জনক বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত নেতা অর্ধাং বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্য ভূমিকা পালন করেন। মূলত তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশ বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শত্রুতে পরিণত হন এবং জেলে আটকে থাকেন। তিনি বাঙালি জাতিকে ভালোবাসতেন বলে সকল বাধা, জুলুম, নির্যাতন সহ্য করেও সক্ষে অবিচল থেকে বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত ছয় দফা দাবিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলফল দেখা যায় ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী সীগ এর নিরুক্তুশ বিজয়ের মধ্যে। নির্বাচনে আওয়ামী সীগ বিজয় লাভ করলেও বজ্রবন্ধু ক্ষমতায় যেতে পারেননি। এরপর পাক-সরকারের অন্যায় অবিচারের বিবুদ্ধে তিনি সোচার হয়ে ওঠেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং সেখানে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ডাক দেন। তাঁর এ ডাক বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাক-হানাদারদের নিকট বন্দি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম।

গ্রন্থ ▶ ২৫ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/গাজীপুর সিটি কলেজ। প্রশ্ন নং ৭/

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী?

১

খ. নওয়াব আবদুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কেন?

২

গ. উল্লিখিত ছকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান মূল্যায়ন কর।

৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম মীর নিসার আলী।

খ. সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিষ্টারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নওয়াব আবদুল লতিফের অবদান ছিল বলেই তাকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাঞ্চাত্য শিক্ষা প্রচারণের ওপর জোর দেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আবদুল লতিফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। এ কারণে নওয়াব আবদুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ. উল্লিখিত ছকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দলের যুগ্মসচিব নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তিনি ১৯৫২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তার এই অনশন ১৩ দিন কার্যকর ছিল। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক হয় দফা দাবি পেশ করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের পরিপূর্ণ বৃপ্রেৰ্থা উল্লিখিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এই দাবিকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' শিরোনামে প্রচার করেছিলেন।

উল্লিখিত ছকে তথ্যগুলো হলো— নবগঠিত রাজনৈতিক দলের প্রথম যুগ্মসম্পাদক, ভাষা আন্দোলন চলাকালে কারাগারে বন্দি এবং হয়দফা উত্থাপক, এ তথ্যগুলো বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে বঙ্গবন্ধুকে এর যুগ্ম সম্পাদক করা হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলখানায় বন্দি ছিলেন। ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক হয় দফা দাবি পেশ করেন।

ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীন অর্জনে উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

মূলত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রধান শ্রূতে পরিগত হন। তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিনির্মাণের পেছনে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত হয় দফা দাবিতে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে এবং বাঙালি নিজেদের অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। যার ফলাফল দেখা যায় ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নিরজুল বিজয়ের মধ্যে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করলেও বঙ্গবন্ধু ক্ষমতায় যেতে পারেননি। এর পর পাক-সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন বেসকোর্স ময়দানে

ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ ভাষণ বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতের প্রথম প্রহরে পাক-হানাদারদের নিকট বন্দি হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর এ ঘোষণায় সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে স্বাধীন করে।

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অনন্বীক্ষণ।

প্রদান জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অঞ্চল বয়সে বাবা মাকে হারান। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দরিদ্র কৃষক শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তাকে মজলুম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। /গুরুপুর পিটি কলম। গুগ নং ৩।

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে হিলেন?

১

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষাজীবনের বিবরণ দাও। ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে তোমার পাঠ্য পুস্তকের কোন নেতৃত্ব কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতৃত্বের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়তউল্লাহ।

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হিলেন স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা যিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তদনীন্তন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুজিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শেখ লুৎফুর রহমান এবং মায়ের নাম সায়রা বেগম। চার কল্যাণ এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি হিলেন তৃতীয় সন্তান। বাবা, মা আদর করে তাকে খোকা বলে ডাকতেন। তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন।

ঘ. জনাব 'ক' এর সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মিল আছে।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী অবহেলিত মানুষের জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ছিল তার পথ চলা। এই অসাধারণ নেতৃত্বের প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে জনাব 'ক' এর মধ্যে দিয়ে।

জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অঞ্চল বয়সে বাবা-মাকে হারান। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত এই মানুষটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং দরিদ্রের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্দোলন করেছেন। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি দরিদ্র পরিবারে জন্য নিয়ে বাল্যকালে পিতা এবং কৈশোরে মাতাকে হারান। এরপর চাচার আশ্রয়ে কিছুদিন থেকে পরবর্তীতে ভবঘূরের মতো জীবনযাপন করেন। এ সময় ভাসানী অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। দুবেলা বাবার জোগাড়ের জন্য তিনি দিনমজুর ও কুলির কাজ করেছেন। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে হিলেন বন্ধপরিকর। এ সংগ্রামে তিনি বাব বাব অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও উৎপীড়িত হয়েছেন। জনদরদি এই নেতা শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আজীবন সোচ্চার হিলেন। এ কারণে তাকে মজলুম জননেতা বলে অভিহিত করা হয়। মওলানা ভাসানী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের ঘোর বিরোধী হিলেন। ব্রিটিশ শাসনের

বিবুদ্ধে তিনি সন্তাসবাদী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদি সংগ্রামে সঞ্চিতভাবে অংশগ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যায়, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীরই প্রতিফলন ঘটেছে জনাব 'ক' এর মধ্যে।

ঘ কৃষকদের স্বার্থ আদায় ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উক্ত নেতা অর্থাৎ মওলানা ভাসানী অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন।

মওলানা ভাসানী বাস্তব জীবনে দেখেছেন তৎকালীন জমিদার প্রথা ও বাঙালির ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াল চির। তিনি নিজেও এসব নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এ কারণেই তার কঠ জনগণের অধিকার আদায় এবং দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে সোচার হয়ে ওঠে।

মওলানা ভাসানী রাজশাহীর ধূপঘাটের জমিদার, টাঙ্গাইলের সন্তোষের জমিদার, গৌরীগুরের মহারাজা এবং পাবনার সুন্দরো মহাজনদের বিবুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিলেন। তিনি নিরঞ্জ, অবহেলিত, অশিক্ষিত, অসহায় কৃষকদের অধিকার সচেতন করে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে কৃষক সম্মেলন করেন। ১৯৩৭ সালে আসামে 'লাইন প্রথা' নামে একটি নিপীড়নমূলক প্রথা চালু হয়। ভাসানী এই প্রথার বিবুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই প্রথা বাতিল হয়। ১৯৪৫-৪৬ সালে আসাম জুড়ে বাঙালির বিবুদ্ধে 'বাঙাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ সময় ভাসানী বাঙালিকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে ঘুরে সেই আন্দোলনের বিবুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। এছাড়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিবুদ্ধেও সোচার হয়ে জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এদেশের কৃষক, শ্রমিক তথ্য আপামর জনসাধারণের ওপর শোষণ ও নির্যাতন চালায়। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক শাসন, মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়, স্বশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভাসানী ছিলেন আপসহীন ও নিবেদিতপ্রাণ।

পরিশেষে বলা যায়, মওলানা ভাসানী ছিলেন কৃষক, শ্রমিক তথ্য সমগ্র জনগণের ওপর শোষণ-নির্যাতনের বিবুদ্ধে প্রতিবাদী কঠোর। কৃষকদের স্বার্থে ও জনঅধিকার রক্ষায় তার আপসহীন ভূমিকা চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

গ্রন্থ ২৭ জমিদার ও মহাজনদের হারা কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব আবুল হোসেন ব্যাখ্যিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার অতিরিক্ত প্রচেষ্টায় কৃষি বাণ আইন, মহাজনী ও প্রজাবৃত্ত আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

/নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/ গ্রন্থ নং ২/

ক. কোন কর্মসূচীকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয় কেন? ২

গ. উল্লিঙ্কে উল্লিঙ্কে জনাব আবুল হোসেনের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এই সব কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরও অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬ দফা কর্মসূচীকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন গণতন্ত্রের অন্যতম সেবক। রাজনীতিতে গণতন্ত্রিক ধারা রচনা করার মানসে তিনি পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সূতিকাগার। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ়্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রম্ভ পোষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ়্নে আপোষহীন নেতা ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ্রন্থ ২৮ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৃতী মার্চ ১৯৭১ তাকার পল্টন ময়দানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "আজ থেকে কলকারখানা অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। রেলগাড়ির চাকা বন্ধ থাকবে, খাজনা-ট্যাক্সি দেওয়া চলবে না।" এই ধারাবাহিকতায় তিনি ৭ই মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

/নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ/ গ্রন্থ নং ৩/

ক. কত সালে বঙ্গভঙ্গ হন হয়?

১

খ. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা কর।

২

গ. উল্লিঙ্কে প্রথম অংশে বর্ণিত বজাবন্ধুর ঘোষণার রাজনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উল্লিঙ্কে প্রথম ও শেষ অংশে বর্ণিত বজাবন্ধুর ঘোষণা কীভাবে প্রম্পর সম্পর্কযুক্ত? ঐতিহাসিক ঘটনাবলির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ হন হয়।

খ ১৯৭০ সালে নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নির্বকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনি ফলাফলে দেখা যায়, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। তবে আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮৩টি আসন লাভ করে পিপল্স পার্টি। তবে এ দল পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করেনি। প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বাকি ১২টি আসনের ৯টিতে বৃত্তে, ২টিতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং একটিতে জামায়াতে-ই-ইসলামী জয় লাভ করে।

গ উল্লিঙ্কের প্রথম অংশে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে পাকিস্তানি বৈরশাসনের বিবুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ভাক দেন।

১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার টালবাহানা শুরু করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করে ৩ মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ভূট্টো জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ঘোষণান করতে অস্বীকার করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান হঠাৎ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের বড় প্রবাহিত হয়। ঢাকার জনগণ বৃত্তমুক্তভাবে মিছিল, পথসভা ও জনসভা করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র-জনতার সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সরকারের বিবুদ্ধে পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

পরিশেষে বলা যায়, ৩ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের মাধ্যমে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিবুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। বজাবন্ধু নির্দেশে প্রদেশের সকল প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কলকারখানা সবই বন্ধ হয়ে যায়।

য উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণের প্রথম অংশ ও মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে অসহযোগ আন্দোলন এবং শেষ অংশে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে প্রচলনভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা করেন।

উদ্দীপকে দুটি ঐতিহাসিক ভাষণের কথা বলা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ৩ মার্চ এবং ৭ মার্চ পৃথক দুটি ভাষণ প্রদান করেন। প্রথম ও শেষ অংশে বর্ণিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা দুটি পরস্পরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান এবং মির্চিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ক্ষমতাসীন সরকার টালবাহানা শুরু করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন ও মার্চ, ১৯৭১ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু ভূট্টো অধিবেশনে যোগদান করতে অস্বীকার করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। ফলে ঢাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিছিল, পথসভা ও জনসভা করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় সরকারের বিক্ষুন্ধপূর্ণ অসহযোগের আহবান জানান। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সবই বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রমনার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন, এবাবের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবাবের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ ভাষণের মাধ্যমে তিনি প্রচলনভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পরিশেষে বলা যায়, বর্ণিত ভাষণ দুটি দেশ মাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি জনগণকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ এবং ৭ মার্চের ভাষণ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মনির ছোটবেলা থেকেই সমাজজীবনের সকল শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোজার ছিলেন। এজন্য তিনি শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে ১৮৩১ সালে বাংশ ও মাটি দিয়ে একটি দুর্গ তৈরি করেন। ফলশ্রুতিতে শাসক দল তাকে দমনের জন্য সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে এক রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মনির শহিদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়।

/পুলিশ সাইন্স স্কুল ড্যাক্ট কলেজ, ব্যুক্তা। প্রশ্ন নং ৮/

- ক. হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্রের নাম কী? ১
খ. ফরায়েজি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২
গ. উদ্দীপকে মনির চরিত্রটির মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের কোন সংগ্রামী ব্যক্তির সাদৃশ্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. “উক্ত ব্যক্তির নির্মিত দুর্গ ছিল অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিবাদ”— উক্তিটির ধর্থার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাজী শরীয়তউল্লাহর পুত্রের নাম দুদু মিয়া।

খ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ফরায়েজি আন্দোলন ছিল অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে পৃথক চরিত্রের। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়।

১. ফরায়েজি আন্দোলন এক ধরনের শুন্খি ও সংস্কার আন্দোলন।
২. এ আন্দোলন এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আন্দোলন।
৩. এ আন্দোলন মূলত একটি এলাকাভিত্তিক আন্দোলন।
৪. এটি ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির আন্দোলন।
৫. এ আন্দোলন এক প্রকার সামাজিক দিক-নির্দেশনামূলক আন্দোলন।
৬. ফরায়েজি আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রটি ছিল ব্রিটিশবিরোধী।

গ উদ্দীপকে মনির চরিত্রটির সাথে পাঠ্যবইয়ের সংগ্রামী ব্যক্তি তিতুমীরের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মনির ছোটবেলা থেকে সমাজজীবনের সকল শোষণ, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোজার ছিলেন। এজন্য তিনি শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে ১৮৩১ সালে বাংশ ও মাটি দিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ফলশ্রুতিতে শাসকদল তাকে দমনের জন্য সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে এক রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে মনির শহিদ হন এবং তার বাহিনী পরাজিত হয়।

এ রকম ঘটনা তিতুমীরের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ও বিপ্লবী নেতা সৈয়দ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। তিনি ছোটবেলা থেকেই জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে উদ্দীপকের মনিরের মতো সর্বদা সোজার ছিলেন। তাই তিনি দেশের সাধারণ জনগণকে জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হন। জমিদারদের বার্থে ব্রিটিশ সরকারের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হন। এ সংঘর্ষে ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইংরেজদের সাথে অচিরেই ভয়াবহ যুদ্ধ অনিবার্য ভেবে তিতুমীর ব্রিটিশ আম্বেয়ান্টের আক্রমণ হতে আস্তরাফ জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এটি বাঁশের কেঁজা নামে পরিচিত। এটি বাংশ এবং কানা দিয়ে নির্মিত। এ প্রেক্ষিতে ইংরেজ বাহিনী এই বাঁশের কেঁজা আক্রমণ করলে আধুনিক অস্ত্রের মুখে বাঁশের কেঁজার টিকে থাকা সন্তুষ্ট হয় না। অবশেষে তিতুমীর শহিদ হন এবং তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের মনির এবং শহিদ তিতুমীর একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত ব্যক্তির তথা তিতুমীরের নির্মিত দুর্গ বাঁশের কেঁজা ছিল অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র প্রতিবাদ— উক্তিটি যথার্থ। সশস্ত্র প্রতিবাদ পরিচালিত হয় অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে রাষ্ট্রকর্মতা দখলের উদ্দেশ্যে। নিয়মতন্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে যখন অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীকে সরানো আর সন্তুষ্ট হয় না তখনই জনগণ বা জনসমর্থিত রাজনৈতিক দল এই পথ বেছে নেয়। এই ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তিতুমীর নির্মিত বাঁশের কেঁজা।

উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি তিতুমীরের বাঁশের কেঁজা নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের সমর্থিত অত্যাচারী ও শোষণকারী জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে। প্রতিরোধের জন্য তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি তার এ বাঁশের কেঁজা থেকে জমিদারদের অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ পরিচালনা করতেন। প্রথমদিকে গ্রামের নিরীহ ও অত্যাচারিত কৃষক শ্রেণিকে রক্ষা করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি ব্রিটিশ সরকারের হঠকারিতামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেন। তার এই সিদ্ধান্তের ফল হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নেন। তার এই সিদ্ধান্তের ফল হলো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চির প্রসিদ্ধ বাঁশের কেঁজা নির্মাণ। বাংশ এবং কানা দিয়ে নির্মিত এ ছিস্তের বিশিষ্ট কেঁজা একসময় হয়ে উঠেছিল ন্যায়বিচারের প্রতীক। যে কারণে হিন্দু-মুসলমানসহ সকল শ্রেণির অত্যাচারিত ও নির্যাতিত জনগণ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই কেঁজা পরবর্তীতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। বাঙালি জনগণ পাকিস্তানিদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মুখেও তাদের অন্যায়, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা যুগিয়েছে এই কেঁজা।

সুতরাং বলা যায় যে, তিতুমীর কর্তৃক নির্মিত বাঁশের কেঁজা অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ যা পরবর্তীতে সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন ▶ ৩০ জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি। তার সময় দুটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। উক্ত রাজনৈতিক নেতার অক্লান্ত পরিশ্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিরোধপূর্ণ দুই ধর্মের নেতাদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চিত্তা-চেতনা ও মননে এই নেতা ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি।

/পুলিশ লাইস স্কুল প্রাইভেট কলেজ, কৃষ্ণনগর। প্রশ্ন নং ৫/

ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? ১

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডের সাথে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাটের কী সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার গুরুত্ব চিত্তরঞ্জন দাশের কর্মকাণ্ডের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতাৰ ঘোষণা দেন।

খ হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি সারাজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জনগণই প্রকৃত ক্ষমতার উৎস; জনগণের ক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষমতা। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ ধরে সোহরাওয়াদী সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃত মুক্তি আনয়নে সচেষ্ট হন। রাজনীতিতে তিনি কখনও অনিয়মতান্ত্রিক বা ধর্মসংক্ষেপ পন্থতির আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে ব্যালটে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়।

গ জনাব 'ক' এর কর্মকাণ্ডের সাথে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাট এর পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' একজন রাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লক্ষ করেন দুটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ চরম আকার ধারণ করেছে। তাই এই রাজনৈতিক নেতার অক্লান্ত পরিশ্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিরোধপূর্ণ দুই ধর্মের নেতাদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন দাশও ছিলেন চিত্তা চেতনা ও মননে একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। তার সময় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ঠিক না হলে কোনো সম্প্রদায়ই ভালো ধাককে না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য দুরদশী, অসাম্প্রদায়িক এই নেতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বরাজ দল ও মুসলমান নেতাদের মধ্যে ১৯২৩ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ইতিহাসে 'বেঙ্গল প্যাট' নামে খ্যাত। অচিরেই এই চুক্তি সিআর দাস ফর্মুলা নামে খ্যাতি অর্জন করে।

স্যার আব্দুর রহিম, এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী সমরোতা চুক্তি সম্পাদনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। দেশবন্ধুর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশংস্ত করেছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে জনাব 'ক' এর কাজের সাথে চিত্তরঞ্জন দাশের বেঙ্গল প্যাট পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সুশাসন হলো একটি কাঞ্জিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন। সুশাসনের মাধ্যমেই নাগরিকগণ তাদের আগ্রহ বা আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে পারে, তাদের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদাগুলো মেটাতে পারে। এ কারণেই বলা যায়, রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাৰ্থক। যার ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের এই অসাম্প্রদায়িক নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করেছেন।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাংলার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উষ্ণ না হলে কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা হবে না। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুসলিম নেতাদের মধ্যে একটি চুক্তির স্বাক্ষর করান। বাংলাদেশের সমাজে ও রাজনীতিতে বেঙ্গল প্যাট ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দস্তিল। এই চুক্তির ফলে মুসলমানদের সমর্থন পেয়ে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানে সিআর দাশের এই পদক্ষেপ ছিল বাস্তবধর্মী ও প্রশংসনীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, অসাম্প্রদায়িক এই ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের ফলে সাম্প্রদায়িকতা রোধ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩১



/জামিত পুলিশ ব্যাটালিয়ন পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কৃষ্ণনগর। প্রশ্ন নং ৩/

ক. পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করত সালে? ১

খ. ছি-জাতি তত্ত্ব বলতে কী বোঝা? ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটিতে বক্তৃতার মেতা যে ভাষণ দিচ্ছেন
বাংলাদেশ সৃষ্টিতে তার গুরুত্ব লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নেতাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির
জনক বলা হয় কেন? ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা হয় ১৯৫৬ সালে।

খ ছি-জাতি তত্ত্ব ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করার নির্ণয়ক ও আদর্শশৰীরী একটি রাজনৈতিক ঘটবাদ।

১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিনাহ ছি-জাতি তত্ত্বের উন্নোব ঘটান। তার মতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে দুটি পৃথক প্রকৃত অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং জাতীয়তার মানদণ্ডে হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি। তার এ ঘটবাদটিই ছি-জাতি তত্ত্ব নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে নির্দেশ করে। এ ভাষণ বাঙালির ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ও স্মরণীয় ঘটনা।

৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। এ ভাষণের পরপরই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে বৌপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের নিকট এ ভাষণ অমর হয়ে থাকবে। ৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালি ঐক্যবন্ধ ইওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। মাত্র ১৮ মিনিটের তেজস্বী এ ভাষণের পরেই বাঙালি

জাতির সামনে একটি গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায় আর তা হলো স্বাধীনতা। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু আনন্দনিক স্বাধীনতার ডাক দেন। সে ডাকেই বাংলি জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণে বাংলি জাতির পরবর্তী করণীয় ও স্বাধীনতা লাভের দিক নির্দেশনা ছিল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা এবং যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। এ ভাষণে তিনি প্রতিরোধ সংগ্রাম, যুদ্ধের কলাকৌশল ও শত্রু মোকাবিলার উপায় সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এ ভাষণের ফলেই সাত কোটি নিরস্ত্র বাংলি প্রস্তুত সশস্ত্র বাংলিতে পরিণত হয় এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে চৃড়াত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। এ ভাষণ বাংলি জাতিকে ঐক্যবন্ধ করেছিল, দেশমাতৃকার স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এ কারণেই এ ভাষণ বাংলিতে ইতিহাসে স্মরণীয়। সম্প্রতি (৩১ অক্টোবর, ২০১৭) এই ভাষণের গুরুত্ব ও তৎপর্য বিবেচনা করে UNESCO একে 'Memory of The World International Register' এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৪ উদ্দীপকের চিত্রে বঙ্গবন্ধুত নেতাই হলেন বাংলি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু।

১৯৪০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সোহরাওয়াদীর হাত ধরে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলার নির্ধারিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয়তাবে অংশগ্রহণ করেন। এজন্য তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদে পিছপা হননি। ১৯৬৬ সালে তিনি বাংলি জাতির মুক্তির সনদ খ্যাত হয় দফা পেশ করেন। এ দফা দাবির প্রতি ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে আগরতলা মাঝলা করে। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের চাপে পাক সরকার মাঝলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও তিনি পাক সরকারের সাথে কোনো আপোনা করেননি। ১৯৭১ সালে সমগ্র বাংলি জাতিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের আজ্ঞান জানান। তার ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার সকল স্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ফলে বাংলি জাতি পায় স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা।

পরিশেষে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন বাংলি জাতির মুক্তি অর্জনে। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলি ও বাংলি জাতির জনক।

প্রশ্ন ▶ ৩২ জনাব 'R' একজন প্রখ্যাত রাজনীতিক ব্যক্তি। তিনি লভনের প্রেস ইন থেকে Bar At Law সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণের তিনি সদা সচেষ্ট। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন আপসহীন। তাকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়। তিনি উপমহাদেশের বিরোধী দলের স্বীকৃত। তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

/আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন পার্সনেল স্কুল ও কলেজ, ব্যুট/। প্রশ্ন নং ৪/

ক. বেঙ্গল প্যাট্রোন কী? ১

খ. নবাব আব্দুল লতিফকে কেন বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে ইঞ্জিন করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদের অবদান তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

ব. মুসলমান সমাজের দৃঢ়ত্ব, দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যাখ্যিত করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশাপাশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দৃঢ়ত্ব দৈনন্দীর কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশাপাশ শিক্ষা প্রচারের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফ অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তিনিও মুসলমানদের উন্নয়নে সমাজ সংস্কারমূলক ও শিক্ষা বিস্তারমূলক কাজ করেন। এ সকল কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ. সৃজনশীল ১২নং প্রশ্নের 'প' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১২নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের এক মেধাবী মানুষ জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের স্বারা কৃষকদের শোধন ও অত্যাচার দেখে ব্যাখ্যিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন সরকার কৃষিকল আইন, মহাজনী আইন ও প্রজাস্বত্ত আইন পাস করে। এর ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

/মহুপুর প্রাচীন স্মার্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল/। প্রশ্ন নং ৪/

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা কে? ১

খ. বারাসাত বিদ্রোহ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উরিথিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরও অনেক শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন— বিশেষণ করো। ৪

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ।

ব. ১৮২৫ সালে তিতুমীর প্রায় ৮৩ হাজার কৃষকদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেন তাই ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন এবং বারাসাত বিদ্রোহ ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম গণবিদ্রোহ। ১৮২৫ সালে চক্রিশ পরগনার কিয়দংশ, নদীয়া জেলার কিয়দংশ এবং ফরিদপুরের কিয়দংশ নিয়ে তিনি একটি স্বাধীন এলাকা গঠন করে ত্রিতীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিতুমীরের এ বিদ্রোহ ইতিহাসে 'বারাসাত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত।

গ. উদ্দীপকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের এক মেধাবী মানুষ জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের স্বারা কৃষকদের শোধন ও অত্যাচার দেখে ব্যাখ্যিত হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষিকল আইন, মহাজনী ও প্রজাস্বত্ত আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। এ ঘটনাগুলো শেরে বাংলার কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঝণ সালিশ বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের স্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ত আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনী আইন পাস করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদর্শন মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন।

৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'বেঙ্গল প্যাট্রোন' হলো হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দূর করে পারম্পরিক সম্প্রতি তৈরির জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি।

■ উদ্বীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও উন্নত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। উদ্বীপকের বর্ণনায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে অবদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুক্তী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অবদান রেখেছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান খুবই তাংপর্যমণ্ডিত। তিনি ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা। তাইতো ১৯১৬ সালের হিন্দু-মুসলিমদের স্বার্থে 'লক্ষ্মী চুক্তি' সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এলাকা নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের নির্বাচনের প্রাক্তালে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন এবং যুক্তফুল্টে যোগদান করেন।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, শেরে বাংলা কৃষক আন্দোলন ছাড়াও বাঙালি জাতির অগ্রগতি এবং অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

১৯৬৬ সালের ছয় দফা



১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের
ভাষণ



স্বাধীনতার ঘোষণা



বাঙালি জাতির জনক

বিষ্ণুর পর্যাদ স্বতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। প্রশ্ন নং ৪।

- ক. বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
 খ. ছয় দফাকে বাঙালির বাচার দাবি বলা হয় কেন? ২
 গ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলি কোন নেতার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উন্নত নেতার বর্ণায় জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশে উদ্বীপকটি কতখানি সার্থক? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ. ১৯৬৬ সালে বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ৬টি দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা ৬ দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত। ছয় দফা হচ্ছে তদন্তীকৃত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বাসনের একটি বৃপরিষে। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী সদস্যদের সম্মেলনে বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি পেশ করেন। ৬ দফা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরেছিল। বজ্রবন্ধু এই দাবিকে 'আমাদের বাচার দাবি' শিরোনামে প্রচার করেছিলেন।

গ. সৃজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ বিষ্ণু রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এক একজন মহান নেতা তাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টায় জাতিকে সংগঠিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে লেনিন, মহাজ্ঞা গান্ধী, সুভাষ চন্দ্র বসু, মাও সে তুং এদের নাম উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশেও শাসকগোষ্ঠীর বড়ব্যন্ত আর শাসন-শোষণের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহান নেতার আবির্জিব হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করছে।

- ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম কী ছিল? ১
 খ. নবাব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার স্বার সৈয়দ আহমদ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
 গ. উদ্বীপকে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতের সাথে তুমি কী একমত? যুক্তি দাও। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীরের প্রকৃত নাম ছিল মীর নিসার আলী।

খ. সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্বার সৈয়দ আহমদের মতে তার অবদান ছিল বলেই নওয়াব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

মুসলমান সমাজের দুঃখ, দুর্দশা ও দুর্গতি স্বার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যাপ্তি করেছিল। তিনি উপলব্ধি করেন, মুসলমানদের পাশাপাশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ধৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈনন্দীর কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য পাশাপাশ শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবাব আব্দুল লতিফ অননুপ ভাবনা ভেবেছিলেন। স্বার সৈয়দ আহমদের মতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মান্দাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। তাই নবাব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ. সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. হ্যা, উদ্বীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতের সাথে আমি একমত। উদ্বীপকের উন্নত নেতার অর্থাৎ বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তানের) জনসাধারণের ওপর নানা অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন শূরু করে। তারা বেসামরিক ও সামরিক চাকরি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। বাঙালিরা এক সময় এ বৈষম্য অবসানের দাবিতে সোজার হয়ে ওঠে। তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবিকে সামনে রেখে বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রতিষ্ঠাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন। এককথায় এটি ছিল বাঙালির ন্যায্য অধিকার আদায়ের সনদ।

৬ দফার মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধিকারের দাবি একটি পরিগতি পায় এবং তাদেরকে স্বাধীনতার পথে চালিত করে। এজন্য ৬ দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষিত ৬ দফা কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ জনাব 'ক' দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং অস্ত বয়সে বাবা-মাকে হ্যারান। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। তবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ত্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি আজীবন আন্দোলন করে গেছেন। তার জীবনযাপন ছিল অতি সাধারণ। তাকে মজলুম জননেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। /নিচে গতি তিনী কলেজ, রাজশাহী। গ্রন্থ নং-৪/

ক. 'দেশবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় কাকে? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন নেতার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষকদের স্বার্থ ও জনঅধিকার প্রতিষ্ঠায় উচ্চ নেতার ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দেশবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় চিত্তরঞ্জন দাশকে।

খ সূজনশীল ২ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ সূজনশীল ২ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ২ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ জনাব মিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যেন ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্মীয় আদর্শে উন্মুক্ত হয়ে এক ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থায় অনুসারী হয়।

/আল হেরো একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ), কেও, পাবনা। গ্রন্থ নং-৪/

ক. কে এবং কত সালে শেখ মুজিবুর রহমানকে বজাবন্ধু উপাধি দান করেন? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তোমার পঠিত কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? তাঁর সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আদর্শই ছিল না— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক সভায় ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বজাবন্ধু' উপাধি প্রদান করা হয়।

খ মৌলিক গণতন্ত্র হলো ১৯৬০-এর দশকে জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রবর্তিত একটি স্থানীয় সরকার পদ্ধতি।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনালের আইয়ুব খান একটি নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে তৃণমূল পর্যায়ে ছাড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারি করেন। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল— ১. ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি, ২. থানা পরিষদ, ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ এবং ৫. প্রাদেশিক উন্নয়ন উপনেষ্ঠা পরিষদ।

গ সূজনশীল ৩৭নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৩৭নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ বিশ্ব রাজনৈতিকে প্রায়ই দেখা যায়, দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে একজন মহান নেতা তাদের সর্বাস্তুক প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা লেনিন, মহাত্মা গান্ধী সুভাষ চন্দ্র বসু, হো-চি-মিন এদের নাম উল্লেখ করতে পারি। আমাদের দেশেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর শাসন-শোষণের ঘৃত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটে। রাজনৈতিক বিশ্বেষকগণের মতে, এ মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচীই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করছে।

/ক্যাটসবেট প্রাদেশিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। গ্রন্থ নং-৪/

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী?

খ. মজলুম জননেতা কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে আমাদের দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজনৈতিক বিশ্বেষকগণের মতের সাথে তুমি কি একমত? মতামত দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম মীর নিসার আলী।

খ মওলানা আব্দুল হামিদ খানকে মজলুম জননেতা বলা হয়। তিনি কৃষক, শ্রমিক ও জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিলেন বন্ধুপরিকর। তিনি সারাজীবন অত্যাচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। টাঙ্গাইলের জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি টাঙ্গাইল থেকে বিতাড়িত হন এবং আসামে চলে যান। সেখানে তিনি ত্রিটিশ ও অসমিয়া জাতিগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠিত করেন। জনদরদি এই নেতা শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণ গরিব মানুষের স্বার্থে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। এ কারণে তাকে মজলুম জননেতা বলে অভিহিত করা হয়।

গ সূজনশীল ৭নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ সূজনশীল ৫নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ ত্রিটিশ শাসনামলে একজন বাঙালি যুবক মাত্র ১৮ বছর বয়সে মৃত্যু শরীরে ঘাস। সেখানে তিনি ইসলামি শিক্ষা লাভ করেন এবং 'ওয়াহাবি' মতবাদে গভীরভাবে উন্মুক্ত হন। দেশে ফিরে তিনি সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি পীরপূজা, ওরশ, মানত পালন এবং কবর পূজাকে ধর্মীয় কুসংস্কার বলে ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর অনুসারীদের 'ফরাজ' বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য পালনের আহবান জানান। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি একটি ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। /ক্যাটসবেট প্রাদেশিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। গ্রন্থ নং-৩/

ক. বজাড়জের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন? ১

খ. কাকে কৃষককূলের মুক্তির অগ্রদৃত বলা হয়? কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মনীষীর মিল থুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উচ্চ মনীষীই ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা 'বিধীর রাজ্য' বলে ঘোষণা করেছিলেন? মতামত দাও। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বজাড়জের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড কার্জন।

খ. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হককে কৃষককূলের মুক্তির অগ্রদৃত বলা হয়।

বাংলার কৃষকদের শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি 'কৃষক সমিতি' গঠন করেন। কৃষক ও প্রজাদের ঝণের ভার লাভবের উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩৭ সালে 'ঝগ সালিশি বোর্ড' গঠন করেন। শুধু তাই নয়, সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা ১৯৩৮ সালে 'বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন' পাস করে। তিনি সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে কৃষকদের উন্নতির জন্য কাজ করেছেন।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের

পাশাপাশি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। উদ্দীপকের সিরাজুল ইসলামের আন্দোলনে আমরা অনুরূপ বিষয়টিই দেখতে পাই।

হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মজায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাতিপ্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপুজা, কবরপুজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে খাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়। উদ্দীপকের বাঙালি যুবক মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং কুসংস্কারমুক্ত করতে যে আন্দোলনের ডাক দেন তা ইতিহাসের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারকের সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

য হ্যা, আমি মনে করি, উক্ত মনিষীই তথা আমার পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত হাজী শরীয়তউল্লাহ ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা 'বিধৰ্মীর রাজা' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহ তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ছাড়া ভারতবর্ষের জনগণের মুক্তি অসম্ভব। তিনি ইসলামি জীবনাদর্শ সংবলিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করার স্বপ্ন দেখেন। এজন্য তিনি তদনীন্তন ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বা বিধৰ্মীদের রাজ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন মুসলমানদের সামাজিক জীবনে গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। দলে দলে গ্রামবাংলার মুসলমানগণ ফরায়েজি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সমাজজীবন থেকে কুসংস্কারগুলো দূর করতে মুসলমানগণ ইসলামি চেতনাসমূহ হওয়ার সুযোগ পায়। মহাজন, জমিদার ও নীলকর বশিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ ঐক্যবন্ধ হতে শুরু করে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ নেয়। ইসলামি চেতনা ও দৃঢ় সংগ্রামী মনোবলে উজ্জীবিত মুসলমানদের কাছে মহাজন, জমিদার, নীলকর বশিক তথা অত্যাচারী শ্রেণি বিভিন্ন জায়গায় প্রারজ্য বরণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ সিরাজুল ইসলাম একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সমাজ সংস্কারক। তিনি মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করতে একটি আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলেই যেন ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। /লাঙ্গ স্টুল এত জনেজ, রংপুর। গুরু নং ৪/

ক. মীর নিসার আলী কে ছিলেন? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিরাজুল ইসলামের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোন বাস্তিত্বের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— বিশ্বেষণ কর। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারণ করে শহিদ হন।

খ ফরায়েজি আন্দোলন বলতে হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরজভিত্তিক আন্দোলনকে বোঝায়।

১৮১৮ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহ মঙ্গ থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন মুসলমানরা নানা প্রকার কুসংস্কারে লিপ্ত। তারা কবরপুজা, পীরপুজা, ওরস ও মানত করে পরিত্রাণ পাবে বলে মনে করত। এ অবস্থা দেখে হাজী শরীয়তউল্লাহ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের ডাক দেন। এতে ইসলাম ধর্মের পাঁচটি ফরজ পালনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারূপ করা হয়। এই আন্দোলনই ইতিহাসে ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ সূজনশীল ৬০নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নেতর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আন্দোলনটি অর্থাৎ ফরায়েজি আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না— ব্রহ্মবৃত্তি যথার্থ।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ব্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈবম্যের শিকার মুসলমানদের আক্ষসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধিঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বশিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবন্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৃঢ়শাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙ্গল যার জমি তার এবং এই জমিন আলাহর, সুতরাং খাজনা দেব আলাহকে।' ব্রিটিশ অর্থাৎ তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্যাতিত কৃষকদের ঐক্যবন্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে রূপে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয় বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

অর্থ ▶ ৪১ জনাব 'ক' মনে করেন যে, সবার আগে কৃষকদের দুঃখ দূর্দশা লাঘব করতে হবে, তাদের মুখে হসি ফুটাতে হবে। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং খাটি বাঙালি। তার চেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

/ইস্পাতালী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। গুরু নং ৩/

ক. শহীদ তিতুমীরের আসল নাম কী? ১

খ. ফরায়েজি আন্দোলন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মিল করতুক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' এর ন্যায় শেরে বাংলা ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে-উত্তিতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর

ক তিতুমীরের প্রকৃত নাম হলো মীর নিসার আলী।

খ 'ফরায়েজি আন্দোলন' হলো ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন, যা হাজী শরীয়তউল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে উঠে। 'ফরজ' শব্দটি থেকে ফরায়েজি শব্দটি এসেছে। ফরজ শব্দের অর্থ অবশ্য পালনীয়।

মুসলমান সমাজে নানা ধরনের কুসংস্কার ও বিধৰ্মী আচার-অনুষ্ঠান বিরাজমান ছিল। এমতাবস্থায় হাজী শরীয়তউল্লাহ বাংলার অধিপতিত মুসলিম সমাজ থেকে কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড নিরসনের জন্য চেষ্টা করেন। তার এ প্রচেষ্টাই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

৬. জনাব 'ক'-এর কাজের সাথে ত্রিটিশ ভারতের রাজনীতিবিদ, তদানীন্তন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাঙালির প্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'ক' একজন বাঙালি। তিনি ত্রিটিশ আমল থেকে রাজনীতি করেন। তার বিশ্বাস ছিল সবার আগে কৃষকের মনে প্রাণে শান্তি এবং তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। কেননা, কৃষকের উন্নতি দেশের উন্নতি।

উদ্দীপকের জনাব 'ক'-এর মতোই বাংলার কৃষক, সাধারণ জনগণ, নিপীড়িত জনমানুষের কথা ভাবতেন এ. কে. ফজলুল হক। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান, হিন্দু মুসলিম স্বার্থ সমন্বয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও লাহোর প্রস্তাব প্রণয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। পাশাপাশি কৃষকদের কল্যাণ সাধনে কৃষিকল্প আইন প্রণয়ন, কৃষক প্রজা আন্দোলন, ঝণ সালিশি বোর্ড গঠন, নিখিল বজ্ঞা প্রজা সমিতি, বঙ্গীয় প্রজাবৃত্ত আইন প্রস্তুতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কৃষকদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। তিনি ডাল-ভাত রাজনীতির প্রবন্ধ ছিলেন। মূলত শেরে বাংলা তাঁর কার্যক্রম হারা বাঙালির হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।

৭. জনাব 'ক'-এর ন্যায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে— উন্নতি যথার্থ।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় উন্নতি করতে না পারলে বাংলার মুসলমানদের কোনো উন্নতি হবে না। সে লক্ষ্যে তিনি ১৯০৬ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ডাক দেন। এই শিক্ষা সম্মেলনে তিনি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্বত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। ১৯১৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। শেরে বাংলার অক্রান্ত প্রচেষ্টায় কলকাতার টেইলর হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফজলুল হক হল প্রতিষ্ঠায় শেরে বাংলার অবদান অবিস্মরণীয়। ইসলামিয়া কলেজ ও মুসলিম শিক্ষা তহবিল গঠনে তার অবদান অনেক। এছাড়া মহিলাদের লেডি ব্রাবোর্ন ও ইডেন কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সর্বত্র জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি পূর্ববর্জে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলার মুসলমান তথা আগামুর জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪২



(ইস্পাতানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা) গ্রন্থ নং ১১/

- ক. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় কত সালে? ১
- খ. আগরতলা ঘড়িযন্ত্র মামলার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলী কোন নেতার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ছকে উল্লিখিত ঘটনাবলীর মাধ্যমে কী উক্ত নেতার সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যায়? মতামত দাও। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয় ১৯৫৮ সালে।

ব. সৃজনশীল ৭ নং এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. সৃজনশীল ৭ নং এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা দরিদ্র কৃষকদের শোষণ ও অত্যাচার দেখে জনাব 'খ' ব্যাখ্যি হন এবং রাজনীতিতে যোগ দেন। তার অন্তরিক প্রচেষ্টায় কৃষি ঝণ আইন, মহাজনী ও প্রজাবন্ত্র আইন পাস হয়। ফলে কৃষকদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম) গ্রন্থ নং ১/

ক. ফরায়েজি আন্দোলন কী?

খ. মুসলিম লীগ গঠনের উদ্দেশ্য লেখ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব 'খ' এর সাথে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এই সকল কর্মকাণ্ড ছাড়াও উক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন— বিশেষণ কর।

৪৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ফরায়েজি আন্দোলন হলো হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি সংস্কার আন্দোলন।

ব. মুসলমানদের দুরবস্থার অবসান করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য মুসলিম লীগ গঠন করা হয়।

ত্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় অবহেলিত ও বংশুত্ব হতে থাকে। ভারতের সব সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার জন্য ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কিছু নীতি ও সিদ্ধান্তের কারণে মুসলমানরা হতাশ এবং আশাহত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানরা সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বংশুত্ব হতো। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। তারা নিজেদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এমন প্রকাপটে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ. সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ১৩নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ ত্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্নভাবে তৎপর ছিলেন। যেমন বঙ্গভঙ্গসহ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি।

(বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কলেজ, চট্টগ্রাম) গ্রন্থ নং ২/

ক. মজলুম জননেতা কাকে বলা হয়?

খ. নবাব আব্দুল লতিফকে বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবদান লেখ।

ঘ. উক্ত ব্যক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী অবদান রেখেছেন? ব্যাখ্যা কর।

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মওলানা আব্দুল হামিদ খানকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

ব. সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্বার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আব্দুল লতিফের অবদান ছিল বলেই তাকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

স্বার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। স্বার সৈয়দ আহমদের মতো নবাব আব্দুল লতিফও বুঝতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি

অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মান্দাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। এ কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে বাংলার 'সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

৩. উদ্বীপকে নবাব স্যার সলিমুল্লাহর কথা বলা হয়েছে এবং তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন।

নবাব স্যার সলিমুল্লাহর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করা। তিনি উপলব্ধি করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্টি হিন্দু জমিদার, জোতদার, মহাজনদের শোষণ ও নির্যাতনের শিকারে পরিগত হয়েছে বাংলার মুসলমানরা। হিন্দু জনগোষ্ঠী মুসলমানদের থেকে ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার শিক্ষিত হিন্দু ধর্মাবিষ্ট শ্রেণির সাথে প্রতিযোগিতা করে মুসলমানরা কোনোভাবেই পারছিলনা। এসময় তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভক্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ আসামকে মুক্ত করে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি প্রদেশ সৃষ্টি করেন। যার রাজধানী করা হয় ঢাকাকে।

বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে সচেতন ও শিক্ষিত হিন্দু সমাজ এর বিরোধিতা করবে ভেবে তিনি বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ানোর জন্য মোহামেডান প্রভিলিয়াল ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলার মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তার নেতৃত্বে এই সংগঠনে ১৯০৬ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে। বাংলার মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনব্যবস্থা সৃষ্টিতে স্যার সলিমুল্লাহ সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য ১৯০৬ সালে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিতে ডাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৯০৯ সালে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়।

৪. উক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ পূর্ববাংলায় শিক্ষা বিস্তারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

পূর্ব-বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত না হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে মুসলমানরা কোনোদিনই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। এজন্য তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন এবং মানু রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এ লক্ষ্যে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ নিজ উদ্যোগে পুরানো ঢাকায় আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এছাড়া তিনি মিটকোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব স্যার সলিমুল্লাহর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘটের কারণে তিনি ভীষণভাবে মর্মাহত হন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার ভূমিকা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমান ছাত্রদের আবসিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি হল নির্মাণ করা হয়। নবাব সলিমুল্লাহর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই এই ছাত্রাবাসটির নামকরণ করা হয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ অসামান্য অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৫. জনাব আরজ আলী দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অঞ্জ বয়সে তিনি বাবা মাকে ছারিয়েছেন। তিনি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি। তবে মান্দাসায় পড়ালেখা করেছিলেন। এই জনপদের মানুষের অধিকার রক্ষা বিশেষত কৃষকদের নিয়ে তিনি বহু আলোচন সংগ্রাম করেছেন। ইতিহাস তাঁকে মজলুম জননেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

/আগোবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম/ পৃষ্ঠা নং ৭/

ক. বাঁশের কেঁজা কি?

খ. ছয় দফাকে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন?

গ. উদ্বীপকের নেতার সাথে তোমার পঠিত কোন রাজনৈতিক

ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানুষের অধিকার আদায়ে উক্ত নেতার অবদানসমূহ আলোনা কর।

১

২

৩

৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বিটিশ আগ্রহাত্ত্বের আক্রমণ হতে আঘাতকার জন্য নারিকেলবাড়িয়ায় তিতুমীর যে দুর্গ নির্মাণ করেন ইতিহাসে এটি বাঁশের কেঁজা নামে পরিচিত।

খ. বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হওয়ায় ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার আদায়ের আলোচনের প্রেক্ষাপটে ছয় দফা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এ স্বাধিকার আলোচনের সিডি বেয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ছিনিয়ে নিয়ে আসে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার রক্ষিত সূর্য। বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। এ জন্যই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ. সুজনশীল ২৬নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ. সুজনশীল ২৬নং প্রশ্নের 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৬. সোলায়মান আলী ও আকবর আলী বিদেশী শাসনাধীন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করেন। একজন ধার্মিক ও সংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে তিনি মনে করেন, সমাজের সকলেই ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য জেনে অবশ্য পলনীয় কাজগুলো পালন করবে। এর জন্য তিনি একটি আলোচন গড়ে তুলেন। অপর দিকে আকবর আলী বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশ্রম বিদেহের ডাক দেন। তিনি তার আশপাশের কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দেন।

/আলোচনার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া স্কুল এচ কলেজ, সিলেট/ পৃষ্ঠা ১/

ক. বেজল প্যাট কী?

১

খ. গণতন্ত্রের মানস পুত্র কাকে এবং কেন বলা হয়?

২

গ. উদ্বীপকের সোলায়মান আলীর সঙ্গে তোমার পঠিত কোন আলোচনের মিল রয়েছে? উক্ত আলোচনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্বীপকের আকবর আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নেতা ছিলেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামে প্রেরণার উৎস'— উক্তি বিশ্লেষণ করো।

৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'বেজল প্যাট' হলো হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান দ্বারা পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরির জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি।

খ. গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ালীকে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ালী ছিলেন গণতন্ত্রমন। রাজনীতিতে গণতন্ত্রিক ধারা চালু করার মানসে তিনি পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দলের জন্মদান করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের সূতিকাগার। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রয়ে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে তিনি পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই বার্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রে আপসইন নেতা ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলা হয়।

গ. উদ্দীপকের সোলায়মান আলীর সাথে আমার পঠিত ফরায়েজি আন্দোলনের মিল রয়েছে। মূল পাঠের আলোকে বলা যায়, হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

আরবি 'ফরজ' শব্দ থেকে ফরায়েজি শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ হলো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য অর্থাৎ, বাধ্যতামূলক কর্তব্য ও দায়িত্ব। হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের সকল প্রকার ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেন। তাদের আবাশুন্দির জন্য ইসলাম ধর্মের পাচটি ফরজ পালন করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এসব কারণেই তার এ আন্দোলনের নাম 'ফরায়েজি আন্দোলন'। মূলত সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হাজী শরীয়তুল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন পরিচালনা করেন। সেসব উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে—

মুসলমান জাতিকে সকল প্রকার পঞ্জিলতা থেকে উদ্ধার করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা; মুসলমানদেরকে ইসলামি মূলনীতি তথা ফরজ এর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা; ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ ও কুসংস্কার রোধে মুসলমানদের উভুন্ম করা; মুসলমানদের সকল প্রকার নৈতিক বলে বলীয়ান করা প্রচৰ্তি। এছাড়াও মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্য পালনে সচেতন ও আধ্যাবিশ্বাসী করে তোলা; ইংরেজ সরকারের সকল জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিবাদ জানানো; জমিদার শ্রেণির অত্যাচার-অনাচারের প্রতিবাদ করা; ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করা এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাও এ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিচারে ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী।

ঘ. উদ্দীপকের আকবর আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নেতা অর্থাৎ মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ছিলেন আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রেরণার উৎস।

উদ্দীপকের আকবর আলী ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন এবং একটি নিষিদ্ধ এলাকাকে স্বাধীন রাস্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। যদিও শাসক গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধ হলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই আন্দোলনের সাথে শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেঁজা নির্মাণ, ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের মিল রয়েছে। নারকেল বাড়িয়ার যুদ্ধ ছিল ত্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ যা মুক্তিকামী জনগণকে হৃদ হৃদ ধরে প্রেরণা দিয়ে আসছে।

বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিতুমীর প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার না পেলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার যে শিক্ষা বাঙালিরা তার কাছ থেকে পেয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা সুখে দাঁড়িয়েছে এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মূলত তিতুমীরের আস্থাত্যাগই বাঙালিদের আস্থাত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। তিতুমীরই শিক্ষা দিয়েছেন, মহৎ অর্জনের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করতে হবে।

সৃতরাঙ্গ, উদ্দীপকে আকবর আলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র তথা তিতুমীর ব্যর্থ হলেও মুক্তিকামী জনগণের জন্য চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

গ্ৰন্থ ► ৪৭ বৃটিশ শাসনামলে একজন বাঙালি যুবক মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কা শরীফ যান। সেখানে তিনি ১৯ বছর অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তিনি সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তিনি কবর পূজা, পীরপূজা, মহরমের মাতম প্রচৰ্তি পরিত্যাগ করে ফরজ পালন করতে নির্দেশ দেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুবকটির সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল রয়েছে।

ক. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে?

১. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় কাকে?

২. বেঙ্গল প্যাট কী? ব্যাখ্যা কর।

৩. উদ্দীপকে ইঞ্জিতকৃত ব্যক্তিটির সাথে তোমার পঠিত কোন ব্যক্তির মিল খুজে পাও? তার কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা কর।

৪. উক্ত ব্যক্তি ইতিহাসে কোন আন্দোলনের নেতা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন? তার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ কর।

ব. বাংলার সৈয়দ আহমদ বলা হয় নবাব আব্দুল লতিফকে।

গ. বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেঙ্গল প্যাট।

ত্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানসিকতার অধিকারী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বেঙ্গল প্যাট এর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্রম্য প্রচেষ্টায় এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাট সম্পাদিত হয়। অচিরেই এ চুক্তি সি আর দাশ ফর্মুলা নামে খ্যাতি লাভ করে। রাজনীতি, ধর্ম, কর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের স্বার্থ রক্ষা ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠাই হলো বেঙ্গল প্যাটের মূলকথা। দেশবন্ধুর এ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুবকটির সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। হাজী শরীয়তুল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মুক্তায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাত-পাত প্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রচৰ্তি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুকতে পেরেছিলেন ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোধানলে পড়তে হয়।

উদ্দীপকের যুবকটি মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কা শরিফ যান। তিনি সেখানে ১৯ বছর অবস্থান করেন। দেশে ফিরে তিনি সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারে মনোনিবেশ করে। তিনি কবর পূজা, পীরপূজা, মহরমের মাতম প্রচৰ্তি পরিত্যাগ করে ফরজ পালন করতে নির্দেশ দেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের যুবকটির সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তুল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তিটি ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ত্রিটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মুসলমানদের অথনেতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রচৰ্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আস্তসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তুল্লাহ মুসলমানদের অধিঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বাক্ষর কৃষকদের ঐক্যবন্ধ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির দৃষ্টিশাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙল যার জমি

তার এবং এই জমিন আঘাতের, সুতরাং খাজনা দেব আঘাতকে।' ব্রিটিশ অথবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো খাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়াও তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্বাচিত কৃষকদের ঐক্যবন্ধ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে বুঝে দাঢ়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয়, বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮



/সাতকীর সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ১১/

- ক. যুক্তফ্রন্টের প্রধান তিন জন নেতার নাম লেখো। ১
- খ. হৈতশাসন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের চিত্রিতে বক্তৃতারত নেতা ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তিনি কে এবং কী কী দাবি উত্থাপন করেন? বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের চিত্রিতে বক্তৃব্যবন্ধনত নেতাকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যুক্তফ্রন্টের প্রধান ৩ জন নেতা হলেন— মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি।

খ. ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলার শাসনভার সংক্রান্ত দায়িত্ব দুটি পৃথক সংস্থার হাতে ন্যস্ত করাই হলো হৈত শাসনব্যবস্থা। ১৯৬৫ সালে দেওয়ানি রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সাড়ের পর সর্ব ক্লাইড বাংলায় হৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। হৈত শাসনের অর্থ হলো দু'জনের শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, ছোজনার বিচার, শাস্তিরক্ষা, দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় বাংলার নবাবের হাতে। অন্যদিকে, বাংলার রাজস্ব আদায়, দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার, জমির বিবাদ সম্পর্কিত বিচার কোম্পানির ওপর ন্যস্ত হয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। অন্যদিকে নবাব পান ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

গ. উদ্দীপকের চিত্রিতে বক্তৃতারত নেতা জাতির জনক বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি এ ঐতিহাসিক ভাষণে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বজাবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। এর প্রতিবাদে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লক্ষ জনতার স্বতন্ত্রতা সমাবেশে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাঞ্চক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি এ ভাষণে নিরোক্ত দাবিগুলো উত্থাপন করেন—

- সামরিক আইন 'মার্শাল ল' প্রত্যাহার করতে হবে।
- সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক জনগণের হত্যার তদন্ত করতে হবে।
- জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

ঘ. সুজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ ▶ রফিক একটি উপনিবেশিক রাস্টে বসবাস করেন। এজন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি তার হজাতিকে আধুনিক শিক্ষা প্রাপ্তি উন্নত করেন। পক্ষত্বে রফিকের পার্শ্ববর্তী আঞ্চলিক আতিকুর রহমান বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন। তিনি সাধারণ জনগণকে সংগঠিত করেন এবং একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর প্রবল আক্রমণের মুখে তার বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

/সাতকীর সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ৩/

- ক. বজাবজ্ঞ হয় কত সালে? ১
- খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আতিকুর রহমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমার পঠিত ব্রিটিশবিরোধী নেতার বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও তিনি ছিলেন মুক্তিকামী বাঙালির প্রেরণার উৎস— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বজাবজ্ঞ হয় ১৯০৫ সালে।

খ. 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে বোঝায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে বিশেষ একটি শ্রেণির ভোটাধিকার।

আইনুব খান ছিলেন এই ধারণার জনক। তিনি সমগ্র পাকিস্তানে সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর হাতে ভোটাধিকার অর্পণ করেন। এই আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী রাস্ট্রপতি থেকে শুরু করে আইন পরিষদের সদস্যদেরকেও নির্বাচন করতেন।

ঘ. উদ্দীপকের রফিক চরিত্রের সাথে আমার পঠিত নবাব আব্দুল লতিফ-এর ব্যক্তিত্বের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের রফিক সাহেবের মতো নবাব আব্দুল লতিফও শাসক গোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি উপনিবেশিক রাস্টে বসবাসকারী হিসেবে শাসক গোষ্ঠীর সাথে কোনো বিরোধে না গিয়ে বজাতি অর্থাৎ মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কারে উদ্যোগী হন। কেননা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলমানরা নানাতারে পিছিয়ে পড়তে থাকে। এর মূলে অন্যতম কারণ ছিল আধুনিক শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষায় অনীশ্বা। মুসলমানদের এ অবস্থা থেকে উত্তোলনের জন্য নবাব আব্দুল লতিফ প্রচেষ্টা প্রচল করেন। ১৮৬৩ সালে তিনি কলকাতায় মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত করে তোলা। এছাড়া সামাজিক আচার-আচরণে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলা।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের রফিক চরিত্রের সাথে আমার পঠিত নবাব আব্দুল লতিফ চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের আতিকুর রহমানের কর্মকান্ডের সাথে আমার পঠিত বইয়ের শহীদ তিতুমীরের সাথে মিল রয়েছে। তার সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তিনি মুক্তিকামী জনগণের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

আতিকুর রহমান উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দেন এবং জনগণকে সংগঠিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে স্বাধীন রাস্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। শাসক গোষ্ঠীর

সাথে যুদ্ধ হলে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই আন্দোলনের সাথে শহিদ তিতুমীরের বাঁশের কেঁচা নির্মাণ, ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের মিল রয়েছে। নারকেল বাঙালির যুদ্ধ ছিল ত্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রথম সশন্ত বিস্তোহ যা মুক্তিকামী জনগণকে যুগ যুগ ধরে প্রেরণা দেয়।

ইংরেজদের গোলাবাবুদ এবং নীলকর ও জমিদারদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেঁচা ছিল সাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে। বাংলার মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তিতুমীর প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিকার না পেলেও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার যে শিক্ষা বাঙালিরা তার কাছ থেকে পেয়েছে, তাতে অনুপ্রাণিত হয়েই পাকিস্তানিদের বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালিরা রূপে দাঁড়িয়েছে এবং চৃড়ান্তভাবে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

সুতরাং, উদ্দীপকে আতিকুর রহমান সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র তথা তিতুমীর ব্যর্থ হলেও মুক্তিকামী জনগণের জন্য চির প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

- প্রশ্ন ৫০** জনাব রহমান একজন রাজনীতিবিদ। তিনি লঙ্ঘনের প্রেস ইন থেকে বার এটি.লি সম্পন্ন করে ভারতে ফিরেই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি ছিলেন আপোষহীন। তার রাজনৈতিক ভাবশিক্ষা ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। /কালকাটা সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ৪/
ক. বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
১
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয় কেন?
২
গ. উদ্দীপকে কোন রাজনীতিবিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
৩
ঘ. "তার রাজনৈতিক ভাবশিক্ষা ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি"— উক্তিটি মূল্যায়ন কর।
৪

৫০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।

খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন গণতন্ত্রের অন্যতম সেবক। রাজনীতিতে গণতন্ত্রিক ধারা রচনা করার মানসে সোহরাওয়াদী পাকিস্তানে প্রথম শক্তিশালী বিরোধী দল গঠন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সাধারণ নির্বাচনই গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। তিনি জনগণের স্বাধিকারকে গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সব সময় ভাবতেন শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতে পিছপা হতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্ভুল নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র কখনই ব্যর্থ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রশ্নে আপসহীন নেতৃত্বে ছিলেন বলেই তাকে গণতন্ত্রের মানসপূর্ত বলা হয়।

গ. সূজনশীল ১২নং প্রশ্নের 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীর ভাবশিক্ষা বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি— উক্তিটি যথোর্থ।

১৯৩৮ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বজ্রবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ছিলেন তার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু। বাঙালি জাতির নেতৃত্বের প্রধান আসনে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেও স্বাভাবিক

উপায়ে ক্ষমতা না পেয়ে তিনি বুরোছিলেন পাকিস্তানিরা স্বাভাবিক পথে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, বরং আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করে নিতে হবে। তিনি সংবাদ সম্মেলন করে ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চ হরতাল এবং ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়াদী উদ্যান) জনসভার কর্মসূচি দেন। যথাসময়ে হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় পুলিশ গুলি চালালে সাধারণ মানুষ আরও বিকৃত হয়। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। বজ্রবন্ধু ধাপে ধাপে আন্দোলন এগিয়ে নিতে থাকেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। অবশেষে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসমূহে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। ৭ মার্চের ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা পাওয়া যায়।

এরপর থেকেই মূলত পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন বজ্রবন্ধুর নির্দেশ মান্য করে চলতে থাকে। এভাবেই শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রাম, যার মূল ভূমিকায় ছিলেন বাঙালি জাতির জনক বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর অভ্যন্তর ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

প্রশ্ন ৫১ মাওলানা আব্দুরাহ হজ পালন শেষে দেশে ফিরে ধর্ম প্রচারে আগ্রানিয়োগ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে কুসংস্কার পরিত্যাগ করে ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী পালনের আহ্বান জানান। তার ডাকে সাড়া দিয়ে বহু মুসলমান তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় ঐক্যবন্ধ করতে পারলে সকল প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা সহজ হবে।

বৃক্ষাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ। প্রশ্ন নং ১।

ক. 'দাবুল হারব' কী?

১
খ. নওয়াব আবদুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয় কেন?

২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আবদুরাহ কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পঠিত কোন মনীষীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩
ঘ. 'উত্ত মনীষীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল' তুমি কী এই বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্ত দাও।

৪

৫১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. 'দাবুল হারব' হলো ইসলামের প্রতি বিদ্রোহপোষণকারী অমুসলিম শাসিত রাষ্ট্র বা ভৃত্য-ভণ্ড।

খ. সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারে স্যার সৈয়দ আহমদের মতো অবদান ছিল বলেই নওয়াব আবদুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্গতি স্যার সৈয়দ আহমদকে চরমভাবে ব্যাখ্যিত করেছিল। তিনি ট্রুপলার্সি করেন, মুসলমানদের পাশাপাশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঘৃণা ও উদাসীনতা তাদের দুঃখ দৈনন্দিনের কারণ। তাই তিনি মুসলমানদের উন্নতির জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা ও পাশাপাশ শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দেন। বাংলার মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নওয়াব আব্দুল লতিফ অনুরূপ ভাবনা ভেবেছিলেন। স্যার সৈয়দ আহমদের মতো তিনিও বুরাতে পেরেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ জন্যই তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করার জন্য সচেষ্ট হন। শিক্ষার প্রতি তাঁর অবদানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে। এ সকল কারণে নওয়াব আব্দুল লতিফকে 'বাংলার সৈয়দ আহমদ' বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল পাওয়া যায়।

হাজী শরীয়তউল্লাহ ছিলেন ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কারক এবং ভারতবর্ষে সংঘটিত ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা। তিনি ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষকে জমিদার ও নীলকরদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। উদ্দীপকের মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে আন্দোলনে আমরা অনুরূপ বিষয়টিই দেখতে পাই।

হাজী শরীয়তউল্লাহ দীর্ঘ ২০ বছর মুক্তায় অবস্থান করে ইসলাম শাস্ত্রের পড়ির জ্ঞান অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি আরবের ওয়াহাবি আন্দোলনের আদলে ফরায়েজি আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি মুসলমান সমাজ থেকে জাত-পাত প্রথা উচ্ছেদ, অভিজাত-অনভিজাত শ্রেণির বিলোপ ঘটিয়ে পীরপূজা, কবরপূজা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার জোর চেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ধর্মের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলা দরকার। এ উদ্দেশ্যে তিনি বাদেশি শাসন-শোষণ এবং নীলকর জমিদার, জোতদার, মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যার ফলে তাকে শাসক শ্রেণির রোষানলে পড়তে হয়। উদ্দীপকের মাওলানা আব্দুল্লাহ একজন ধর্মপ্রাপ্ত মুসলমান ও সমাজসংস্কারক। তিনি মানুষকে ধর্মের প্রকৃত বস্তু জেনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার এবং কুসংস্কারমৃত্যু করতে যে আন্দোলনের ডাক দেন তা ইতিহাসের হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মাওলানা আব্দুল্লাহর সাথে আমার পঠিত হাজী শরীয়তউল্লাহর মিল রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ উক্ত মনীষীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল' আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

ফরায়েজি আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সুচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষকদের আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদের জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলায় ত্রিটিশ ইন্ট-ইভিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকেই মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকরি, জমিদারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের আঘাসচেতনতা সৃষ্টি করতে এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

হাজী শরীয়তউল্লাহ মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার যেভাবে ভূমিকা রাখে তা বুঝিয়ে কুসংস্কার পরিহার করতে উৎসাহী করেন। তিনি নীলকর বণিকদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদের ঐক্যবস্থ করার চেষ্টা করেন। মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইন্ট-ইভিয়া কোম্পানির দৃঢ়শাসন তা তিনি জনগণকে বোবানোর চেষ্টা করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করতে থাকেন, 'লাঙ্গল যার জমি তার এবং এই জমিন আল্লাহর, সুতরাং যাজনা দেব আল্লাহকে।' ত্রিটিশ অথবা তাদের সহযোগী হিন্দু জমিদারদের কোনো যাজনা দেওয়া যাবে না। এছাড়া তিনি সরকারি খাসমহলগুলো দখলে এনে গরিব কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতেন। এভাবেই তিনি বাংলার নির্ধারিত কৃষকদের ঐক্যবস্থ ও সংগঠিত করেন। জনগণ তার নেতৃত্বে ঐক্যবস্থ হয়ে সব অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে বুঝে দাঢ়ায়।

পরিশেষে বলা যায়, ফরায়েজি আন্দোলন শুধু ধর্মীয় আন্দোলনই নয় বরং এটি কৃষক আন্দোলনও বটে।



এ. কে. ফজলুল হক

- /পার্শ্বদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ/ প্রস. নং ৪/
ক. দেশবন্ধু চিন্তরজন দাস কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু বলতে কি বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে যে মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে কৃষকদের কল্যাণ সাধনে তার অবদান ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে মনীষীর ইঙ্গিত পাওয়া যায় শিক্ষা বিস্তারে তার অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৫২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দেশবন্ধু চিন্তরজন দাস ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

খ. পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মৌলিক গণতন্ত্র ছিল মূলত গণতন্ত্র ধর্মস করার ষড়যন্ত্র।

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় এসে আইয়ুব খান তার ক্ষমতাকে স্থায়ী করার চিন্তা-ভাবনা করেন। এ চিন্তা থেকেই ১৯৫৯ সালে তিনি 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামের একটি তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চল থেকে মোট ৮০ হাজার ভোটার নির্বাচন করেন। রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ এবং দুটি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করত। মূলত এরা সবাই ভিল আইয়ুব খান ও তার সহযোগীদের অনুগত। এভাবে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রের নামে সংসদীয় গণতন্ত্র বৰ্ত্ত করে গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র করেন।

ঘ. উদ্দীপকের চিত্রে বাংলার অন্যতম মহান নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের প্রতিকৃতি উল্লেখ রয়েছে। বাংলার কৃষকদের কল্যাণে তার অবদান অসামান্য।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন কৃষক দরদী নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেয়ার পর ঝণ সালিশ বোর্ড গঠন করে জমিদার ও গ্রাম্য মহাজনদের স্বারা কৃষকের অধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ত আইন পাস করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাস করেন। মোট কথা বাংলার অবহেলিত কৃষকদের জন্য তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা তাদের মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। এজন্য বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলের মেধাবী যুবক তথা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক দরিদ্র ও কৃষক প্রজাদের সুদৰ্শন মহাজন ও জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা করেন। আর তাই বাঙালির হৃদয়ে তিনি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন বাঙালি কৃষককুলের মুক্তির দিশারী।

ষ উদ্বীপকে ইঞ্জিতকৃত মনীষী অর্থাৎ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তার বর্ণাচা রাজনৈতিক জীবনে কৃষি, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছেন।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা কাজে লাগিয়ে যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাঙালি জাতির সর্বজীবী উন্নতি ও অগ্রগতির মূলে প্রয়োজন শিক্ষা। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী এবং জ্ঞানার্জনের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। এর ধারাবাহিকতায় ১৯১২ সালে তিনি কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য তিনি যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করতেন। শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে ১৯১৩ সালে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষায় অবদান রাখেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি শিক্ষা দণ্ডের ভারও নিজ হাতে গ্রহণ করেন। এর পর তিনি “মুসলিম এডুকেশন ফান্ড” এবং কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় ‘সেন্ট্রাল মোহামেডান এডুকেশন এসোসিয়েশন’, ‘লেডি ভ্রাবোর্ন কলেজ’, ১৯৪০ সালে বরিশালের চাখারে ‘ফজলুল হক কলেজ’, ঢাকায় ‘ইডেন মহিলা কলেজ’ ইত্যাদি তার অবদান।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায়, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ জনাব সাদি একজন রাজনীতিবিদ। সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি সদা সচেষ্ট। দেশের উন্নয়নে তিনি কৃবিক্ষেত্রে কাজ করেছেন। তিনি কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন।

/স্যার আন্দোলন সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫/

ক. ফরায়েজী আন্দোলন কী?

১

খ. ‘ভাগ কর শাসন কর’ নীতি বলতে কী বোঝায়?

২

গ. জনাব সাদির কর্মকাণ্ডের সাথে শেরেবাংলা ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের মিল আছে কী? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্বীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়া শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের আর কী অবদান রয়েছে? বর্ণনা কর।

৪

৫৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফরায়েজী আন্দোলন হলো হাজী শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত ফরাজতিতিক আন্দোলন।

খ ভাগ কর ও শাসন কর ইংরেজ শাসকদের একটি কৃটকৌশল বা কৃটনীতি। এটি ব্রিটিশ সরকারের একটি চিরাচরিত প্রশাসনিক নীতি। ১৮৮৫ সালের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে ভারতীয়দের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তারা তাদের চিরাচরিত ভাগ কর ও শাসন কর নীতির অনুসরণে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে।

গ হ্যা, উদ্বীপকে বর্ণিত জনাব সাদীর কর্মকাণ্ডের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনি বাংলার নিপীড়িত নির্যাতিত কৃষক-প্রজাকুলের মুক্তিদাতা হিসেবে খ্যাত। সাধারণ জনগণের জন্য ‘ডাল-ভাত’ কর্মসূচি ছিল তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ উদ্যোগটি উদ্বীপকের রফিকুল ইসলাম এবং ফজলুল হকের মধ্যে সাদৃশ্য রচনা করেছে।

উদ্বীপকে আমরা দেখতে পাই, রাজনীতিবিদ জনাব সাদির রাজনীতির মূলমন্ত্রী মানবতার কল্যাণ। ফজলুল হকের মতো তিনিও সকলের জন্য ‘ডাল-ভাত’ নিশ্চিত করতে কাজ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষকদের ভাগ্যের পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। যেটি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকও বিশ্বাস করতেন। এক্ষেত্রে তিনি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি ছিলেন কৃষক-প্রজার নেতা। তিনি ১৯৩৭ সালে দরিদ্র কৃষকদের উচ্চ হারের সুদ মওকুফ করে দিয়ে ঝুপ পরিশোধের সুযোগ করে দেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে প্রজাস্বত্ত আইন পাশ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি মহাজনি আইন পাশ করার মাধ্যমে মহাজনদের চক্ৰবৃন্দ সুদ বন্ধ করে। মোটকথা বাংলার অবহেলিত কৃষককুলের ভাগ্যাকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র যার অবদানের প্রেক্ষিতে বাংলার কৃষকরা মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের জনাব সাদির কর্মকাণ্ডের সাথে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অন্যতম অবদান কৃষকদের মুক্তি ও কৃষি উন্নয়নের সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান।

ষ উদ্বীপকে বর্ণিত কর্মকাণ্ড ছাড়া শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের শিক্ষাক্ষেত্রে, বাঙালি জাতিসভার বিকাশে ও রাজনীতিতে অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের অবদান চিরস্মরণীয়। তার অবদানের জন্য বাঙালি জনগণ তার নিকট চিরঝণী। কৃষিক্ষেত্রে কেবল তার অবদান সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালি জাতিসভার বিকাশ ও রাজনীতিতেও তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

উদ্বীপকে উল্লিখিত কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক শিক্ষার প্রসারে জোর দেন। ১৯০৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোগী বাস্তি ছিলেন তিনি। তিনি ১৯১২ সালে কলকাতায় মুসলিম শিক্ষা সমিতি গঠন করেন এবং ১৯১৩ সালে শিক্ষাকে গণমুখী করার লক্ষ্যে বঙ্গীয় আইন পরিষদে শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষা ও বিভিন্ন কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে জড়িত ছিলেন তিনি। তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম অগ্রদৃত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাঙালি জাতিসভার বিকাশে তার ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাৱ বুৰই গুৰুত্বপূর্ণ। তিনি সবসময় বাঙালি জনগণের দাবি-দাওয়া আদায়ের এবং বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য সোচার ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অসাম্প্রদায়িক চেনার অধিকারী এ নেতা ১৯১৬ সালে হিন্দু মুসলিমদের স্বার্থে লক্ষ্মী চুক্তি সম্পাদনে ভূমিকা রাখেন। স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান সৃষ্টি তার ‘লাহোর প্রস্তাৱ’-এর ভিত্তিতে হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফুল্ট গঠন এবং যুক্তফুল্ট মন্ত্রিসভায় তার অবদান উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, কৃষিবন্ধব কর্মকাণ্ড ছাড়াও শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নানাবিধি জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে এক একজন মহান নেতা তাদের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টায় সংগ্রাম করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা লেলিন, মহারাজা গান্ধী, সুভাস চন্দ্র বসু, হো-চি-মিন এদের নাম উল্লেখ করতে পারি। বাংলাদেশেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর প্রভৃত্যন্ত আর শাসন-শোষণের হাত থেকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে একজন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মহান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাঙালির মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করেছে।

/ঢাকা কলেজ। প্রশ্ন নং ৬/

- ক.** পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ লোক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত? ১
- খ.** ছয় দফা কর্মসূচির ৫ম দফাটি কী ছিল? ২
- গ.** উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে কোন নেতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? নিরূপণ কর। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে সাথে তুমি কি একমত? মুক্তি দাও। ৪

৫৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৫৬ শতাংশ লোক পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত।

খ. ছয়দফা কর্মসূচির ৫ম দফাটি হলো— পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের বৈদেশিক মূদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব থাকবে এবং বৈদেশিক মূদ্রার উপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলোর বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলে আমদানি-রপ্তানি হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সর্বাঙ্গীক প্রচেষ্টা চালান। তিনি যে কর্মসূচি ঘোষণা করেন তা বাংলার মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করেছে।

পাঠ্যবইয়ের বর্ণনায় দেখা যায়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য যে সকল কাজ করেছেন তার মধ্যে ১৯৬৬ সালে ৬ দফা কর্মসূচি অন্যাতম। এই ৬ দফাকে বাংলার মুক্তির সনদ বলা হয়। উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে পাঠ্যবইয়ের বর্ণনার মিল লক্ষ করা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়। পশ্চিম শাসকগোষ্ঠী শাসন ও শোষণের মাধ্যমে চাকরি, কৃষি, শিল্প, অধুনাতি সকল ক্ষেত্রে দুই পাকিস্তানের মধ্যে পাহাড়সম বৈষম্য সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলা ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য কাঁচামালের যোগানদাতা একটি কলোনিতে পরিণত হয়। তখনই বাংলাদের মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। তিনি এ কর্মসূচিকে বাংলাদের বাঁচার দাবি বলে অভিহিত করেন।

ঘ. উদ্দীপকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘনান নেতার ঘোষিত কর্মসূচিই বাংলার মুক্তির সনদ হিসেবে কাজ করেছে— এই মতের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত।

৬ দফা দাবি প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই বলেছেন, “৬ দফা বাংলার কৃষক-শ্রমিক-শুভুর-মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ এবং বাংলার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি।” ৬ দফা কর্মসূচি ছিল মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ন্যায়ের পক্ষে সমর্থন করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই দাবি ছিল বাংলাদের প্রাণের দাবি, বাঁচার দাবি। এ দাবি পূরণ করতে গিয়ে অজস্র বাংলাদেশী বুকের তাজা রক্ত দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারের নানা টালবাহনা ও নির্যাতন উপেক্ষা করে জনমত করেই ছয় দফার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত যা ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে তা স্বাধীনতার দাবিতে বৃপ্তান্তিত হতে থাকে। এ কারণেই বলা হয়, ছয় দফা আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হলেও পরবর্তীতে যে আন্দোলনগুলো হয়েছে তার গতি প্রকৃতি নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফার ভিত্তিতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাই বলা যায়, ৬ দফা হলো বাংলার মুক্তির সনদ বা বাংলার ম্যাগনাকার্ট।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ নিচের ছক্টি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



/ইবিএফ সরকারি মহিলা কলেজ/ প্রশ্ন নং ৪/

- ক.** বাঁশের কেলা কী? ১
- খ.** বেজাল প্যাট কী? ২
- গ.** ছকে উল্লেখিত ঘটনাবলি কোন নেতার সাথে সংশ্লিষ্ট? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** উক্ত নেতার বর্ণায় জীবনের সামগ্রিকতা প্রকাশে উদ্দীপকটি কতখানি সার্থক? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীর ১৮৩১ সালে নারিকেলবাড়িয়া নামক স্থানে এক বিপ্রবী কেন্দ্র স্থাপন করেন যা বাঁশের কেলা নামে পরিচিত।

খ. বাংলার হিন্দু মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সম্পাদিত একটি চুক্তি হলো বেজাল প্যাট।

ত্রিতীয় শাসনের অধীনে বাংলার ৬০ ভাগ জনগণ মুসলমান হলেও তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বাস্তিত ছিল। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে চিত্তরঞ্জন দাস ‘বেজাল প্যাট’-এর উদ্যোগে প্রাণ করেন। তার অক্রান্ত প্রচেষ্টায় এ. কে. ফজলুল হক হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী, স্যার আব্দুল করিমসহ অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে ১৯২৩ সালে বেজাল প্যাট সম্পাদিত হয়।

গ. সৃজনশীল ৭ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ৭ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ জনাব তারেক একজন রাজনীতিবিদ। তিনি মনেপ্রাপ্তে বিশ্বাস করেন যে দেশকে উন্নত করতে হলে সবার আগে কৃষকের দৃঢ়-দুর্দশা লাঘব করতে হবে। তাদের মুখে হাসি ফোটাতে হবে। পাশাপাশি তিনি এলাকার লোকদের শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। /সরকারি বিশ্বাস কলেজ/ প্রশ্ন নং ১০/

- ক.** তিতুমীর কে ছিলেন? ১
- খ.** ফরায়েজী আন্দোলন বলতে কী বোবা? ২
- গ.** উদ্দীপকে জনাব তারেকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন নেতার মিল থাই পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** ‘দেশের উন্নয়নের জন্য জনাব তারেকের মতো যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন’— উন্নিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তিতুমীরের আসল নাম ছিল মীর নিসার আলী। যিনি ত্রিতীয়দের বিরুদ্ধে প্রথম অন্তর্ধারণ করে শহিদ হন।

খ. সৃজনশীল ২১ নং এর ‘খ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২১ নং এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সৃজনশীল ২১ নং এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

তৃতীয় অধ্যায়: রাজনৈতিক ব্যক্তি: বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ

- (৩) অর্থ উপর্যুক্ত করা
- ★ হাজী শরীয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)
- হাজী শরীয়তউল্লাহ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন
এ দেশকে কী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন? [জ্ঞান]
 - (ক) দারুল আমান
 - (খ) দারুল ইসলাম
 - (গ) দারুল হারব
 - (ঘ) দারুল ফারায়েজ
 - ফরায়েজি আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন
হিসেবে আতঙ্গকাশ করে কীভাবে? [অনুধাবন]
 - (ক) মুসলমানদের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
 - (খ) আন্দোলনের নামে পরিবর্তনের মাধ্যমে
 - (গ) হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠার
মাধ্যমে
 - (ঘ) আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার
মাধ্যমে
 - ফরায়েজি আন্দোলনের লক্ষ্য কী ছিল? /সত্ত্বাটি খণ্ড
সেবকার্যালয় অন্তর্ভুক্ত চর্চা/
 - (ক) কুসংস্কার দূর করা
 - (খ) অর্থনৈতিক মুক্তি
 - (গ) মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ
 - (ঘ) রাজনৈতিক মুক্তি
 - হাজী শরীয়তউল্লাহ কোন মতবাদে শিক্ষা প্রশ়ংসন
করেছিলেন? [জ্ঞান]
 - (ক) শিয়া
 - (খ) সুন্নি
 - (গ) সুফি
 - (ঘ) মালেকি
 - হাজী শরীয়তউল্লাহর ক্ষেত্রে নিচের কোন বিষয়টি
যুক্ত? [অনুধাবন]
 - (ক) ওহাবী আন্দোলন
 - (খ) ফরায়েজি আন্দোলন
 - (গ) বারাসাত বিদ্রোহ
 - (ঘ) মুসলিম লীগ
 - হাজী শরীয়তউল্লাহর পর ফরায়েজি আন্দোলনের
দায়িত্ব প্রাপ্ত করেছিলেন কে? [জ্ঞান]
 - (ক) দুর্দু মিয়া
 - (খ) তিতুমীর
 - (গ) ফকির মজনু শাহ
 - (ঘ) শাহ ওয়ালী উল্লা
 - হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলনের মূল বিরোধিতা
কীসের বিষয়ে ছিল? [অনুধাবন]
 - (ক) কুসংস্কারের
 - (খ) নকল ইবাদতের
 - (গ) হিন্দু সম্প্রদায়ের
 - (ঘ) দেশীয় হিন্দুদের
 - নিচের বিষয়গুলো বাংলার একজন সংগ্রামী নেতার
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন— [প্রয়োগ]
 - তিনি ১৮১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন
 - ১২ বছর বয়সে তিনি শিক্ষালাভের জন্যে মকা
শরীর গমন করেন
 - অসাধারণ সাংগঠনিক গুণের অধিকারী ছিলেন
উপরোক্ত বিষয়সমূহ কোন নেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
 - (ক) দুর্দু মিয়া
 - (খ) হাজী শরীয়তউল্লাহ
 - (গ) তিতুমীর
 - (ঘ) মজনু শাহ
 - ফরায়েজি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল— [অনুধাবন]
 - কুসংস্কার দূর করা
 - মুসলমানদের ধর্মমুখী করা
 - শাসকদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর
দাও:
- আলীপুর গ্রামের লোকজন নানা রকম কুসংস্কার ও ধর্মীয়
গোড়ামিতে নিমজ্জিত। জনাব বাকের গ্রামের মানুষদের
সঠিক পথের সন্ধান দিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা
করেন। /৮ লে ১০/
- জনাব বাকেরের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন
ব্যক্তির সাথে মিল খুঁজে পাও?
 - (ক) নবাব আব্দুল লতিফ
 - (খ) শহীদ তিতুমীর
 - (গ) হাজী শরীয়তউল্লাহ
 - (ঘ) স্যার সলিমুল্লাহ
 - উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরন ছিল—
 - সামাজিক
 - ধর্মীয়
 - রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (ক) i ও ii
 - (খ) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i, ii ও iii
 - শহিদ তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)
 - বাশের কেঁচো নির্মাণ করে কে ব্রিটিশ শাসকের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন? [জ্ঞান]
 - (ক) ভবানী পাঠক
 - (খ) দেবী চৌধুরানী
 - (গ) তিতুমীর
 - (ঘ) হাজী শরীয়তউল্লাহ
 - সিপাহি বিদ্রোহ করে সালে সংঘটিত হয়? [জ্ঞান]
 - (ক) ১৭৭৬ সালে
 - (খ) ১৭৮২ সালে
 - (গ) ১৮৩৭ সালে
 - (ঘ) ১৮৫৭ সালে
 - বাশের কেঁচোর সাথে পরিচিত নেতা কে? [জ্ঞান]
 - (ক) স্যার সলিমুল্লাহ
 - (খ) নওয়াব আব্দুল লতিফ
 - (গ) শহিদ তিতুমীর
 - (ঘ) সৈয়দ আহমেদ
 - তিতুমীরের বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কোথায়
ছিল? [জ্ঞান]
 - (ক) নদীয়া
 - (খ) বিহার
 - (গ) পশ্চিমবঙ্গ
 - (ঘ) উত্তরিয়া
 - মুসলমানদের দাঢ়ির ওপর কর আরোপকারী
ক্ষমতার কোথাকার জমিদার ছিলেন? [জ্ঞান]
 - (ক) পূর্ণিয়ার
 - (খ) করাইয়ের
 - (গ) চরিশ পরগণার
 - (ঘ) নদীয়ার
 - সাইদ তিতুমীরকে অন্য বিপ্লবীদের থেকে আলাদা করে
দেখে। তিতুমীরের কোন দিকটি তার এই ধারণার
পেছনে কাজ করে? [প্রয়োগ]
 - (ক) প্রথম সংস্কারক
 - (খ) প্রথম শহিদ
 - (গ) প্রথম বিদ্রোহ
 - (ঘ) প্রথম মুসলিম সংস্কারক
 - তিতুমীর কার বিষয়ে আন্দোলন করেছিলেন?
[জ্ঞান]
 - (ক) জাগৎ শেষ
 - (খ) রায় দুর্লভ
 - (গ) ইশানচন্দ্ৰ বায়
 - (ঘ) কৃষ্ণদেব বায়
 - তিতুমীর ইংরেজদের বিষয়ে আন্দোলন করে
শহিদ হন। তাঁর আন্দোলনের মূলধারা কী ছিল?
[উচ্চতর নকারা]
 - (ক) হিন্দুদের দমন করা
 - (খ) ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা
 - (গ) ঝাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা

২০. তিতুমীরের আন্দোলনের সাথে জড়িত— [অনুধাবন]
i. শিক্ষা বিষ্টারে অনুকূল চেতনা সৃষ্টি
ii. জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতা
iii. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা দান
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
(খ) ii, iii
(গ) i, ii, iii

৪

* নবাব আবদুল লতিফ খান (১৮২৮- ১৮৯৩)

২১. সরকার কর্তৃক 'বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন কে? [জ্ঞান]

- (ক) শহিদ তিতুমীর (খ) নবাব আবদুল লতিফ
(গ) আহসান উল্লাহ (ঘ) চিত্তরঞ্জন দাস

৫

২২. কে 'জাস্টিস অব-পিস' পদে অধিষ্ঠিত হন? [জ্ঞান]

- (ক) নবাব আবদুল লতিফ
(খ) স্যার সৈয়দ আহমদ
(গ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
(ঘ) দেশবন্ধু চিরঞ্জন দাস

৬

২৩. কত সালে নবাব আবদুল লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন? [জ্ঞান]

- (ক) ১৮৪৯ সালে (খ) ১৮৫০ সালে
(গ) ১৮৫১ সালে (ঘ) ১৮৫২ সালে

৭

২৪. নবাব আবদুল লতিফ কত সালে বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন? [জ্ঞান]

- (ক) ১৮৫৪ সালে (খ) ১৮৬২ সালে
(গ) ১৮৬৭ সালে (ঘ) ১৮৬৯ সালে

৮

২৫. কত সালে নবাব আবদুল লতিফ সি. আই. ই. খেতাবে ভূষিত হন? [জ্ঞান]

- (ক) ১৮৮০ সালে (খ) ১৮৮২ সালে
(গ) ১৮৮৪ সালে (ঘ) ১৮৮৩ সালে

৯

২৬. কে নবাব আবদুল লতিফকে 'ধর্মীয় নেতা ও সমাজ সংস্কারক' হিসেবে আখ্যায়িত করেন? [জ্ঞান]

- (ক) এফ. আই. প্লাউড (খ) ই. এম. হোয়াইট
(গ) ড্রিউ এস. ব্রান্ট (ঘ) ফ্রেডরিক কেমন গুড

১০

২৭. 'মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল? [জ্ঞান]

- (ক) দুই শতাধিক (খ) চার শতাধিক
(গ) পাঁচ শতাধিক (ঘ) সাত শতাধিক

১১

২৮. নবাব আবদুল লতিফের প্রথম হওয়ার গৌরব কোনটিতে? [অনুধাবন]

- (ক) ধর্মীয় সংস্কারক (খ) সশস্ত্র বিপ্লবী
(গ) বঙ্গীয় আইন পরিষদ সদস্য
(ঘ) ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত

১২

২৯. মাহমুদের দাদা তার ছোটবেলার গঁজ বলতে গিয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কথা বলেন। এ অবস্থার পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন— [শর্যান]

- i. এ. কে. ফজলুল হক
ii. স্যার সৈয়দ আহমদ
iii. নওয়াব আবদুল লতিফ
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
(খ) i, iii

- (গ) ii, iii
(ঘ) i, ii, iii

১৩

৩০. নবাব আবদুল লতিফের অবদান হলো— [অনুধাবন]

- i. হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর
ii. মুহসীন ফান্ডকে শিয়া-সুন্নি সকলের জন্যে

- উন্নুন্ত করা
iii. নিজের জমিদারিতে বিলাসী জীবনযাপন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
(খ) i, iii

- (গ) ii, iii
(ঘ) i, ii, iii

১৪

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১ ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফেতুল্লা গুলেন একজন ভূক্তি শিক্ষাবিদ, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক। তিনি ভূর্বুলসীদের রক্ষণশীলতা পরিহার করে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং গাতানুগতিক শিক্ষাকে পরিহার করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষায় উন্নুন্ত করেন। তার অবদানের জন্যে তাকে ভূর্বুল সৈয়দ আহমদ বলে অভিহিত করা যায়।

৩১. উল্লিখিত ব্যক্তিকে নিম্নে কোন ব্যক্তিতের সাথে তুলনা করা যায়? [শর্যান]

- (ক) সার সলিমুল্লাহ (খ) এ. কে. ফজলুল হক
(গ) হাজী শরীয়াতউল্লাহ (ঘ) নবাব আবদুল লতিফ

১৫

৩২. বাংলা অঞ্চলের উক্ত ব্যক্তিতের গান্ধীত পদক্ষেপ হলো— [উচ্চতর নথিতা]

- i. শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা
ii. মানুসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ করা
iii. হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরে সহায়তা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i, ii
(খ) ii, iii

- (গ) i, ii, iii
(ঘ) i, ii, iii

১৬

*★ নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১ - ১৯১৫)

৩৩. কোন সংস্থা গঠনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য রাজন্ত রাজনৈতিক সংগঠন তৈরির বীজ লুকায়িত ছিল? [অনুধাবন]

- (ক) সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ
(খ) মোহামেডান প্রভিসিয়াল ইউনিয়ন
(গ) আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল
(ঘ) মিটফোর্ড হাসপাতাল

১৭

৩৪. বজ্জতজ বনকে নবাব সলিমুল্লাহ কী বলে অভিহিত করেছিলেন? [জ্ঞান]

- (ক) ইংরেজদের স্বার্থপ্রতা
(খ) ইংরেজদের হটকারিতা
(গ) ইংরেজদের দ্বিমুখী নীতি
(ঘ) ইংরেজদের বিশ্বাসযাতকতা

১৮

৩৫. নবাব সলিমুল্লাহর পিতার নাম কী ছিল? [জ্ঞান]

- (ক) নবাব খাজা আলীমুল্লাহ
(খ) নবাব খাজা আবিবুল্লাহ
(গ) নবাব খাজা আহসান উল্লাহ
(ঘ) খাজা হাসান আশকারী

১৯

৩৬. শিক্ষা সমাপ্ত করে নবাব সলিমুল্লাহ সরকারি চাকরির কোন পদে যোগ দিয়েছিলেন? [জ্ঞান]

- (ক) ডেপুটি কালেক্টর (খ) এসডিও
(গ) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (ঘ) ডেপুটি কমিশনার

২০

৩৭. ইংরেজদের ঘোষিত 'বঙ্গভঙ্গ' একটি প্রতিষ্ঠিত ঘটনা'-এর ভঙ্গ হয় কার মাধ্যমে? [জ্ঞান]
 ১) লড় কার্জন ২) ওয়ারেন রেস্টিস
 ৩) লড় হার্ডিং ৪) পশ্চম জর্জ
৩৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশুতি দিয়েছিলেন কে? [জ্ঞান]
 ১) লড় কার্জন ২) লড় হার্ডিং
 ৩) লড় ব্যাটেন ৪) লড় মিট্টে
৩৯. মুসলমানদের প্রকৃত উন্নয়নের পথ হিসেবে কোনটিকে নবাব সলিমুল্লাহ গুরুত্ব দিয়েছিলেন? [অনুধাবন]
 ১) শিখাবিহ্বাস ২) বাঙালিটের উন্নয়ন
 ৩) কলকারখানা স্থাপন ৪) আরবি ভাষা শিক্ষা
৪০. দীর্ঘ এক শতাব্দী পরেও রাহাতের ইতিহাস শিক্ষক মনে করেন বঙ্গভঙ্গ এ অঞ্চলের জন্যে সুবক্র ছিল। তার বিবেচিত বিষয় হলো— [গ্রন্থবিদ্যা]
 i. হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়িক ভিত্তি
 ii. বঙ্গভঙ্গের সাত বছরে এ অঞ্চলের উন্নয়ন
 iii. চার্করিতে এ অঞ্চলের মানবৈকল সফলতা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i, ii ২) i, iii
 ৩) ii, iii ৪) i, ii, iii
- ★ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০ – ১৯২৫)
৪১. কে দেশবন্ধু নামে খ্যাত? [গ্রন্থিক উৎস এবং কলেজ চাকরি]
 ১) শেখ মুজিব ২) চিত্তরঞ্জন দাশ
 ৩) আমীর আলী ৪) হাজী মোহাম্মদ মহসিন
৪২. চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী? [জ্ঞান]
 পেসিভেন্সিয়েল একাডেমিক কলেজ/
 ১) লাঙ্গল ২) নারায়ণ
 ৩) কাণ্ডা ৪) দৈনিক বার্তা
৪৩. 'বেঙ্গল প্যাট' এর বৃপ্তিকার বা মৃত্যু ব্যক্তিকে দিলেন? তার কলেজ, তার স্বীকৃতি সহজাতি মহিলা কলেজ, সিলেট/
 ১) পশ্চিম মতিলাল নেহেরু
 ২) মহাত্মা গান্ধী
 ৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
 ৪) মাওলানা শাওকত আলী
৪৪. কত সালে মহাত্মা গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়? [জ্ঞান]
 ১) ১৯১৮ সালে ২) ১৯১৯ সালে
 ৩) ১৯২০ সালে ৪) ১৯২১ সালে
৪৫. কত সালে চিত্তরঞ্জন দাস ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসেন? [জ্ঞান]
 ১) ১৮৬৫ সালে ২) ১৮৭০ সালে
 ৩) ১৮৯৫ সালে ৪) ১৯০০ সালে
৪৬. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাঠের তদন্তের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত কমিশনের সদস্য কে ছিলেন? [জ্ঞান]
 ১) জাফরলাল নেহেরু
 ২) চিত্তরঞ্জন দাস
 ৩) শেখে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক
৪৭. ১) রাজা রামমোহন রায়
 ২) কোন ইংরেজের শাসনকালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাঠ সংগঠিত হয়েছিল? এবং কোন
 ৩) জেনারেল ডায়ারেন্সি লড় কার্জনের
 ৪) লড় মালুর ৫) লড় হার্ডিং
৪৮. ১৯২৪ সালের কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল দ্যুর্গের মধ্যে ৫৫টি আসন
 লাভ করে? [জ্ঞান]
 ১) ইরাজ পাটি
 ২) মোহামেডান লিটারেটি পাটি
 ৩) বাংলা চৃষ্টি পাটি
 ৪) বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব পাটি
৪৯. চিত্তরঞ্জন দাস দেশে ফিরে আসেন — [অনুধাবন]
 ১) ১৮৯৩ সালে
 ২) বারিস্টার-এট-ল ডিশ্রিল লাভ করে
 ৩) ইন্দুর টেম্পল থেকে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i, ii ২) ii, iii
 ৩) i, iii ৪) i, ii, iii
৫০. বেঙ্গল প্যাট হলো— [গ্রন্থবিদ্যা এবং এক প্রতিক্রিয়া কর্তৃত]
 ১) হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি
 বাড়ানোর চেষ্টা
 ২) হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বাড়ে
 ৩) হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সম্প্রদায়িকতা
 বাড়ানো
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i, ii ২) ii, iii
 ৩) i, iii ৪) i, ii, iii
- ★★ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩ – ১৯৬২)
৫১. শেরে বাংলা খেতাব কে দান করে? [জ্ঞান]
 ১) বাংলার জনগণ ২) লাহোরের জনগণ
 ৩) পাকিস্তানের জনগণ ৪) ঢাকার জনগণ
৫২. ১৯৪০ সালে সাহেবের অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের প্রতিহাসিক অধিবেশনে কে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন? [জ্ঞান]
 ১) এ. কে. ফজলুল হক
 ২) হোসেন শহীদ সোহীর ওয়ালি
 ৩) মাওলানা ভাসানী
 ৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৫৩. এ. কে. ফজলুল হক কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? [জ্ঞান]
 ১) ১৯৬০ সালে ২) ১৯৬১ সালে
 ৩) ১৯৬২ সালে ৪) ১৯৬৪ সালে
৫৪. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃতকদের প্রতি ভালোবাসার পেছনে কোনটি ক্রিয়াশীল ছিল? [উচ্চতর প্রশ্ন]
 ১) রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্চকা
 ২) বিলাসী ভৌবনযাপন
 ৩) ভোট লাভের আকুলতা
 ৪) মানববিবরণি পুণ

৫৫. 'কেন্দ্রীয় জাতীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয় কত সালে? [জ্ঞান] ১
 ১৯১০ সালে ২) ১৯১১ সালে
 ৩) ১৯১২ সালে ৪) ১৯১৩ সালে
৫৬. প্রথম উচ্চদের দিক থেকে কোনটির সাথে শেরে বাংলার নাম জড়িয়ে আছে? [অনুধাবন] ১
 ১) সতীদাহ প্রথা ২) বালাবিবাহ প্রথা
 ৩) জমিদারি প্রথা ৪) পশ পথা
৫৭. শেরে বাংলা কী উচ্চদের জন্যে ফ্লাউড কমিশন গঠন করেন? [অনুধাবন] ১
 ১) চিরস্থায়ী বন্দেবস্তু
 ২) প্রজাসত্ত্ব আইন
 ৩) দশশালা বন্দেবস্তু
 ৪) চাষি খাতক আইন
৫৮. কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় এ.কে.ফজলুল হক—
 i. বক্তীয় ধান আইন পাস করেন
 ii. প্রজাসত্ত্ব আইন সংশোধন করেন
 iii. মহাজনী আইন পাস করেন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i ২) ii
 ৩) iii ৪) i, ii ও iii
৫৯. শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হকের নাম জড়িয়ে আছে— [অনুধাবন] ১
 i. বেকার হোস্টেল প্রতিষ্ঠার সাথে
 ii. মুসীগঞ্জের হরিগজ্জা কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে
 iii. ঢাকাইনবাবগঞ্জের আদিনা ফজলুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i ও ii ২) ii ও iii
 ৩) i, iii ৪) i, ii ও iii
- উদ্ধীপকটি পঢ়ো এবং ৬০ ও ৬১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
 রহিম সাহেব একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি কৃষক দরদি ও শিক্ষানুরোধ ছিলেন। কৃষকের কল্যাণার্থে তিনি বহু কালা-কানুন বাতিল করেন এবং নতুন আইন প্রবর্তন করেন। /৫ বৰ্ষ ১৫/
 ৬০. উদ্ধীপকে বর্ণিত রহিম সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠাবইয়ের কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়?
 ১) নবান আন্দুল লতিফ
 ২) শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক
 ৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
 ৪) মাওলানা আন্দুল হামিদ খান ভাসানী
৬১. রহিম সাহেবের এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলে তদনীন্তন ভারতবর্ষের কৃষকেরা—
 i. জমিদারদের কবল থেকে রক্ষা পায়
 ii. বন্ধুকি জমি ফিরে পায়
 iii. রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i ২) i, ii
 ৩) ii, iii ৪) i, ii, iii
- ★ ৬২. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী কত সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন? [জ্ঞান] ১
 ১) ১৯৩০ সালে ২) ১৯৩২ সালে
 ৩) ১৯৩৬ সালে ৪) ১৯৪০ সালে
৬৩. সোহরাওয়াদী শৰ্ম, বাণিজ্য ও পল্লী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন কার মন্ত্রিসভায়? [জ্ঞান] ১
 ১) জিনাহ মন্ত্রিসভায়
 ২) নাজিমউল্লিহ মন্ত্রিসভায়
 ৩) ফজলুল হক মন্ত্রিসভায়
 ৪) সাত্তার মন্ত্রিসভায়
৬৪. সোহরাওয়াদীর 'আবিডত বাংলা আন্দোলন' বার্থ হলে তিনি কোনটি বেছে নেন? [অনুধাবন] ১
 ১) পাকিস্তান বিরোধিতা
 ২) কংগ্রেস বিরোধিতা
 ৩) একাত্তী রাজনীতি ৪) পাকিস্তান আন্দোলন
৬৫. কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সোহরাওয়াদীর রাজনীতির ফসল? [অনুধাবন] ১
 ১) ফজলুল হক ২) মাওলানা ভাসানী
 ৩) তাজউল্লিহ আহমদ
 ৪) বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৬৬. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে কোন নেতা অবিডত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন? [জ্ঞান] ১
 ১) শেরে বাংলা ২) বাজা নাজিমউল্লিহ
 ৩) হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী
 ৪) আবুল হাশিম
৬৭. সোহরাওয়াদীর সরকারবিরোধী রাজনীতির প্রকাশ— [অনুধাবন] ১
 ১) নিয়মতাত্ত্বিক বিরোধিতা
 ২) আওয়ামী লীগ গঠন
 ৩) ঝালাও পোড়াও নীতি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i, ii ২) i, iii
 ৩) ii, iii ৪) i, ii ও iii
৬৮. ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান পথ বৃন্দ করেছিলেন— [অনুধাবন] ১
 ১) শহীদ সোহরাওয়াদীর
 ২) এ.কে.ফজলুল হকের
 ৩) আন্দুল হামিদ খান ভাসানীর
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১) i, ii ২) i, iii
 ৩) ii, iii ৪) i, ii ও iii
- নিচের অনুচ্ছেদটি পঢ়ে ৬৯ ও ৭০ নং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:
 'ক' একজন মহান নেতা যিনি এক সম্ভাস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। রাজনীতির ব্যাপারে তিনি বুলেটের চেয়ে বালটের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের মানসপুত্র। /কেন্দ্রীয় জাতীয় মন্ত্রী এবং প্রিমেয় মন্ত্রী/
৬৯. উদ্ধীপকের মহান নেতা কে? [জ্ঞান] ১
 ১) ফজলুল হক ২) ভাসানী
 ৩) চিত্তরঞ্জন ৪) সোহরাওয়াদী

৭০. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি আন্দোলন করেছিলেন— [উচ্চারণ দফতা]
 i. মুক্ত বাংলার সপক্ষে
 ii. অবিভক্ত বাংলার সপক্ষে
 iii. বাংলা বিভক্তির সপক্ষে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i. ও ii.
 ২. ii. ও iii.
 ৩. i. ii. ও iii.
 ৪. i. ii. ও iv.
- ★★ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০ – ১৯৭৬)
 ৭১. মাওলানা ভাসানীর রাজনীতিতে শার্তেখতি হয় কত সালে? [জ্ঞান]
 ১. ১৯১৫ সালে
 ২. ১৯১৭ সালে
 ৩. ১৯১৯ সালে
 ৪. ১৯১৮ সালে
৭২. ১৯৪৯ সালে গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগে মাওলানা ভাসানীর দায়িত্ব কী ছিল? [জ্ঞান]
 ১. সভাপতি
 ২. সহ-সভাপতি
 ৩. সামাজিক সম্পাদক
 ৪. সাংগঠনিক সম্পাদক
৭৩. জন্মলগ্নে মুসলিম লীগের কঢ়াটি লক্ষ্য ছিল? [জ্ঞান]
 ১. দুটি
 ২. তিনটি
 ৩. চারটি
 ৪. পাঁচটি
৭৪. মাওলানা ভাসানীর আমরণ অনশনের মূল কারণ কী ছিল? [অনুধাবন]
 ১. বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ
 ২. 'বাঙালি খেদ' আন্দোলনের প্রতিবাদ
 ৩. পাকিস্তানি শৈক্ষণের প্রতিবাদ
 ৪. হৃদেশী আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন
৭৫. ১৯৭৬ সালের লক্ষ্মার্জিতে মাওলানা ভাসানী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেন? [অনুধাবন]
 ১. পঞ্জাব পানি বন্টনের দাবিতে
 ২. সামরিক সরকারের বিরোধিতায়
 ৩. ফারাহা বাংলার প্রতিবাদে
 ৪. সীমান্ত গুলি বন্দের দাবিতে
৭৬. বিনয় একটি প্রাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে যার সাথে মাওলানা ভাসানীর স্মৃতি জড়িত। বিনয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে? [অনুধাবন]
 ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
 ২. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
 ৩. ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
 ৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৭৭ ও ৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 রাহত খান একটি দলের রাজনীতি করে প্রতারিত হয়েছেন। পরবর্তীতে তিনি নতুন একটি দল গঠন করে তার পূর্বের রাজনৈতিক দলকে পরাজিত করেন। নতুন রাজনৈতিক দল ও আদর্শের জন্যে তিনি জনস্বার্থে অনেক কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
 ৭৭. অনুচ্ছেদটি উল্লিখিত বাস্তির সাথে কোন নেতৃত্ব আদর্শের মিল পাওয়া যায়? [অনুধাবন]
 ১. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
 ২. এ. কে. ফজলুল হক
 ৩. মাওলানা আবুল কালাম আজ্জাদী
 ৪. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
৭৮. অনুচ্ছেদে যে রাজনৈতিক দল গঠনের কথা বলা হয়েছে, বাংলার কোন রাজনৈতিক দল গঠনের
- প্রেক্ষাপট এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? [অনুধাবন]
 ১. আওয়ামী লীগ
 ২. আওয়ামী মুসলিম লীগ
 ৩. ক্ষয়ক প্রজা পার্টি
 ৪. মুক্তিবাহু
- ★★ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০ – ১৯৭৫)
 ৭৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু কে? [জ্ঞান]
 ১. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
 ২. মাওলানা ভাসানী
 ৩. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
 ৪. খাজা নাজিমউদ্দীন
৮০. স্বাধীন বাংলাদেশের স্থাপতি কে? [জ্ঞান]
 ১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
 ২. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
 ৩. তিতুমীর
 ৪. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
৮১. 'অসমাপ্ত আশাজীবনী' প্রস্তুতি কার রচনা?
 /এইচজিস স্কুল এবং কলেজ মিডিয়া লেক্স/
 ১. ভাসানী
 ২. ডা. মো. শহীদুল্লাহ
 ৩. আল মাহমুদ
 ৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
৮২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার কোথায় বাস করতেন? [জ্ঞান]
 ১. গুলশান ৩২ নং
 ২. বনানী ৩২ নং
 ৩. ধানমন্ডি ৩২ নং
 ৪. কলাবাগান ৩২ নং
৮৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল সেতুতে কে ছিলেন? [জ্ঞান]
 ১. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
 ২. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
 ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
 ৪. মাওলানা ভাসানী
৮৪. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কোন লক্ষ্যটি স্থির হয়? [অনুধাবন]
 ১. একতাই মুক্তি
 ২. স্বাধীনতা
 ৩. স্বাধীনতার জন্যে গণভোট
 ৪. ভাবতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন
৮৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা কোন ভাষায় ছিল? [জ্ঞান]
 ১. বাংলা
 ২. ইংরেজি
 ৩. উর্দু
 ৪. আরবি
৮৬. বাংলাদেশে প্রথমে কে সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবেন এবং কার্যক্রম শুরু করেন? [জ্ঞান]
 ১. ড. কামাল হোসেন
 ২. মাওলানা ভাসানী
 ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
 ৪. আতাউল গণি ওসমানী
৮৭. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যে সকল নির্দেশনা ছিল সেগুলো হলো— [অনুধাবন]
 ১. অস্থায়ী সরকার গঠন
 ২. শুল্কের কালা-কৌশল
 ৩. শত্রু মোকাবেলার উপায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ১. i. ii.
 ২. ii. iii.
 ৩. i. ii. iii.